

‘ক্যামেরার সামনে সত্যিটা ঢাকা যায় না’



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬
আগস্ট: 'বন্দে মাতরম্'-কে
অপমান করা মানে দেশপ্রেম,
জাতীয়তাবাদ এবং এর রচয়িতা
সাহিত্য সম্রাট খণ্ডি বঙ্কিমচন্দ্র
চট্টোপাধ্যায়কে অপমান করা,
পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে বিক্ষোভ

জানিয়ে সোনিয়া গান্ধির নিঃশর্ত ক্ষমা চাওয়ার দাবি তুললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। নবান্নে সাংবাদিক বৈঠকে মুখ্যমন্ত্রী অভিযোগ করেন, “পূর্ণাঙ্গ বন্দে মাতরম্ গাওয়ার সময় কংগ্রেসের প্রকৃত মালিক শ্রীমতী সোনিয়া গান্ধি যেভাবে বিরক্তি,

আপত্তি ও বিরোধিতা প্রকাশ করেছেন, তা গোটা দেশ প্রত্যক্ষ করেছে। কংগ্রেসের নেতারা তাঁদের মালিককে বাঁচানোর জন্য যত চেষ্টাই করুন না কেন, যে লাইভ টেলিকাস্ট হয়েছে এবং যা ভিডিওতে ছড়িয়ে পড়েছে, তার পর সত্যি ধামাচাপা দেওয়ার কোনও সুযোগ কংগ্রেসের নেতাদের কাছে নেই।” মুখ্যমন্ত্রী মনে করিয়ে দেন যে, বর্তমানে ‘বন্দে মাতরম্’-এর সার্বশতবর্ষ চলছে। এই বিশেষ বছর উপলক্ষে গোটা দেশ জুড়েই রাষ্ট্রগীতকে সম্মান জানাতে করব্যাপী নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হচ্ছে। ভারত সরকারের পক্ষ থেকেও জাতীয় গীতের মর্যাদা ও সম্মান রক্ষায় নির্দিষ্ট আইন অনা হয়েছে। অন্য দিকে, পশ্চিমবঙ্গে দায়িত্ব নেওয়ার পরেই সরকার ও সরকার-পোষিত সমস্ত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্রার্থনার সময় ‘বন্দে

মাতরম' গাওয়া বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। খবর বিক্টিম্বাঙ্গদের পরিবারের সদস্য সুমিত্র চট্টোপাধ্যায় ইতিমধ্যে এই ঘটনার প্রতিক্রিয়া জানিয়ে সোনিয়া গান্ধি এবং কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খরজে কে চিঠি পাঠিয়েছেন বলে জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, “পশ্চিমবঙ্গের কংগ্রেসীদের কাছে থেকে কিছু আশা করার না, কারণ এদের এই বিষয়ে কিছু বলার ক্ষমতা বা দম আছে বলে মনে হয় না। তবে বিক্টিম্বাঙ্গদের পরিবারের সুমিত্র চট্টোপাধ্যায়ের লেখা চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে সোনিয়া গান্ধি এবং মল্লিকার্জুন খরজে এই প্রতিক্রিয়া হয়, আমরা তার অপেক্ষা করব।” জাতীয়তাবাদের উত্থানে ‘বন্দে মাতরম’-এর ঐতিহাসিক ভূমিকার কথা তুলে ধরে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “খবর বিক্টিম্বাঙ্গদের ‘আনন্দমর্ম’ উপন্যাসে অন্তর্ভুক্ত এই গান ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের

মূল সংজীবনী মন্ত্র ছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের সময় এটি মুক্তি সংগ্রামের অবচ্ছেদ্য অংগ হয়ে ওঠে। প্রখ্যাত দেশনেতা বিপিনচন্দ্র পালকে উদ্ধৃতি দিয়ে তিনি বলেন করিয়ে দেন, সে যুগে স্বদেশী, বয়কট এবং বন্দে মাতরম—এই তিনটি শব্দই ছিল ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের মূল চাবিকাঞ্চি। এ দিন মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, শুধু স্বদেশী বাধ্যতামূলক করা নয়, এ বছরেই রাজ্যে মুক্তি জাতীয় মানের ‘বন্দে মাতরম মিউজিয়াম’ তৈরি করার কথা ঘোষণা করেছে রাজ্য সরকার। শেষে তিনি বলেন, “রাষ্ট্রবিরোধী দেশশ্রেণী বন্দে মাতরম তথা ধর্ম বিক্ষোভদ্রুতকে যারা অপমান করেছে, পশ্চিমবঙ্গবাসীর পক্ষ থেকে তাদের বিচার জারাই, নিন্দা প্রার্থনা এবং তাঁরা নিঃশেষ ক্ষমা জানাই করবেন—এ টুকুই আশা করব।”

নিজয় প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ জুলাই
রাজ্যে এক নতুন স্বাস্থ্য অধ্যায়ের সূচনা
আনুষ্ঠানিকভাবে চালু হল 'অ-
ভারত-প্রধানমন্ত্রী জ্ঞান আলোয়
১৬ আগস্ট 'আয়ুস্মান দিবস'
আয়োজিত বিশেষ অনুষ্ঠান থেকে
স্বদেশীয় অধিকাংশ যোগ্য করেন, ন-
বাবস্থার ফলে পশ্চিমবঙ্গের প্রায় ১
৪৩ লক্ষ পরিবার অর্থাৎ ৬ কোটি
মানুষ প্রতি বছর ৫ লক্ষ টাকা পর্যন্ত
নিম্নমূল্যে কাশ্যলস চিকিৎসা
স্বাভাৱে এলেন। পাশাপাশি
তালিকাভুক্ত বাইরে থাকা অর্ধশিশু ৮-
লক্ষ পরিবারের চিকিৎসার জন্য
'মুখ্যমন্ত্রী স্বাস্থ্য বিমা যোজনা'র কথা
মনে করিয়ে দেন তিনি। বিগত
সরকারের 'স্বাস্থ্যসুখী' প্রকল্পে
সীমাবদ্ধতা প্রকল্পে মুখ্যমন্ত্রী জানান
আগে কেন্দ্র রাজ্যের অনুমানিত
১৫০০টি হাসপাতালে সীমিত সুবিধা
প্রদর্শন-তে কিছু দিনের জন্য সে
নতুন দৃষ্টিতে তা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু
নতুন দৃষ্টি প্রকল্পের অধীনে পশ্চিম

কারি ও ৬২৭টি সরকারি হাসপাতাল রয়েছে। দেশ জুড়ে মোট ৩৮,৬৪৪টি হাসপাতালে বেসরকারি বিনিমুলেও হাসপাতাল পরিচালনা করা হচ্ছে। সরকার সুযোগ পাবেন। একই সঙ্গে সরকার আওতাভুক্ত প্যাকেজ ১৭৭০ বাড়িয়ে ১৯০০টি করা হয়েছে। এর মধ্যে হাফি ও কোমর প্রতিস্থাপনের মতো অস্ত্রোপচারও অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। ৭০ বছর ও তার বেশি বয়সের ১০ প্রবীণ নাগরিক এই সুযোগের অত্যন্ত থাকবেন। স্বাস্থ্য পরিষেবাকে শাস্ত্রীয় ও সহজলভ্য করেতে রাজ্য জুড়ে ১০০টি 'আত্মকর্মসূচী' এবং ৪৬৭টি 'প্রধানমন্ত্রী স্বাস্থ্য ওষধি কেন্দ্র' স্থাপনের উদ্দেশ্যে জরুরি হয়েছে এ দিন। পাশাপাশি চোখের নিখুঁত চিকিৎসার জন্য সুদৃষ্টি নিখুঁত হয়েছে 'সুদৃষ্টি কর্মসূচি'। বেসরকারি হাসপাতালগুলির 'কটাপারি-বি-সি' মাস্ত দাবির বিষয়ে মুখ্যমন্ত্রী আশ্রাস দিয়েছেন। এ দিন স্বাস্থ্যলোক মতো ককাদা বিবেচনা সমস্যার বিষয়টিও সরকার বিবেচনা

● এরপর ও পাতায়...

‘আরবান
নকশালারা বিভিন্ন
বিশ্ববিদ্যালয়ে
স্লিপার সেল
হয়ে রয়েছে’

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ আগস্টঃ স্বাধীনতা দিবসের দেশের প্রথমনিধি নরেন্দ্র মোদির মুখে গঞ্জে নকশালের কথা শোনা গিয়েছিল। লোককেন্দ্র থেকে জাতির উদ্দেশে সাধারণ ভাষণে নরেন্দ্র মোদির মুখে উল্লেখ নকশালবাসে প্রদান করে এবার রাজ্যের পূর্বমণ্ডি অগ্নিমিত্রা পালনে মুষেও সেই একই কথা। জালালে, পশ্চিমবঙ্গ সহ ভারতের বিভিন্ন বিশ্ব বিদ্যালয়ে তারতন নকশাল বসে আছেন। তাঁর অভিযোগ, এই নকশালীরা বুদ্ধিজীবী শিকতি। ছাত্রদের ইস্যুকে হিজাজি কাজ করে এবং অন্য বকম কাজ করে।



অগ্নিমিত্রা বলেন, “আরবার নকশাল তারা পশ্চিমবঙ্গে ছড়িয়ে রয়েছে। তারা কলকাতার ছড়িয়ে আছে। এরা বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে স্লিপার সেজ হয়ে রয়েছে।” তিনি আরও বলেন, “শুধু হিতশাগড় বা বাডখন্ডে নয় গোটা ভারতে ছড়িয়ে আছে এই ধরনের শিক্ষিত ইন্টেলেকচুয়াল নকশালা যারা আমাদের ছাত্র-ছাত্রীদের বিভ্রান্ত করছে। ওদের নিয়ু নিয়ে আমি বলছি না। কিন্তু ‘কাশ্মীর কো আজাদি দৌ’ কেন বলছে? ” অর্থাৎ এই নকশালারা ছাত্র ছাত্রীদের মস্তিষ্কে ‘বিশ্ব’ ঢেলে দিকমাত্র করার চেষ্টা করছেন। গবেশক প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি লালকল্লার ভাষণ থেকে

● এরপর ৬ পাতায়...

‘দেশবাসীর
কাছে ক্ষমা চাক
কংগ্রেস, বন্দে
মাতরম্ নিয়ে
তোপ শাহের

সংবাদ সংস্থা, চিত্তোড় ও নয়াদিল্লি, ১৬ আগস্ট। স্বাধীনতা দিবসে পালিত দিল্লিতে কংগ্রেসের সদর দফতরে বসে মাতাম্বর গাঙ্গুী বিষয়ে নতুন রাজনৈতিক বিতর্ক। অভিযোগ, জাতীয় স্তরের পূর্ণাঙ্গ সংস্কারগণ গাঙ্গুর সময় থানামোর ইঙ্গিত করেছিলেন সোনিয়া গান্ধি। ঘনাক্ষেপে ইতিহাসের করে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তাঁর আক্রমণ শালানোকে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। রবিবার রাজস্থানের চিত্তোড়গড়ে এক সভা থেকে তাঁর দাবি, জাতীয় স্তরে গাঙ্গুর প্রতি ‘অসম্মানের’ জন্য কংগ্রেসকে গোটা দেশের কাছে ক্ষমা



চাইতে হবে। অমিত শাহের প্রচেষ্টার সফল অভিযোগ, দিল্লিতে কংগ্রেসের সমার ভক্তদের 'বন্দে মাতরম' গাওয়ার সময় সোনিয়া গান্ধি দলের সভাপতি মল্লিকার্জুন খাড়াওকে গান থামাতে বলেছিলেন। তাঁর কথায়, "১৮০ কোটি মানুষ টেলিভিশনে দেখছিলেন। এই পাপ দেশের মানুষ কখনও ক্ষমা করবে না। কেউ কি ভাবে 'বন্দে মাতরম' অসম্পূর্ণ রাখার কথা ভাবতে পারে?" শাহের আরও দাবি, তেজের রাজনীতির কারণে কংগ্রেস 'বন্দে মাতরম'কে ভুলে গিয়েছে। তাঁর বক্তব্য, স্বাধীনতা দিবসের মতো দিনে জাতীয় গানের পূর্ণাঙ্গ পরিবেশন নিয়োগ আপত্তিকর ওয়া কংগ্রেসের মানসিকতার পরিচয়।

● এরপর ৬ পাতায়...

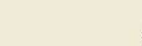
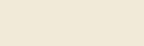
বাংলায় আসছে দিপকের দল!
কড়া পদক্ষেপের বার্তা নবান্নর



নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ১৬ আগস্ট: সিল্লির রাজীব চক্রে ‘ককচোড়া জনতা পাটি’ (সিজেপি)-র আন্দোলনে যোগ দিয়ে পুলিশে লাঠিচার্জ ও টায়ার গ্যাসের মুখে পড়েছিলেন বাবুদের যুবক আবদুল হাফিজ। গ্রামে ফিরে সিজেপির ‘স্কুল টিক করো’ অভিযানের সমর্থনে নিজের এলাকার একটি বেহাল সবকাচি স্কুলের ভিত্তিও তুলেছিলেন তিনি। আর সেই ভিত্তিও সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করার পরই নেমে এল চরম মমাস্তিক পরিণতি। অভিযোগ, শিকড় করার জেরে হামলায় ভাগ্যের হান ও যুবক ও তার পরিবার। নৃশংস এই হামলায় শেষপর্যন্ত মৃত্যু হয়েছে আবদুল হাফিজের বাবুস বাবার। ঘটনাটিকে কেন্দ্র করে রাজ্য রাজনীতিতে তীব্র শোরগোল শুরু হয়েছে। বিজেপির

বিরুদ্ধে হামলায় নির্দিষ্ট অভিযোগ তুলেছে সর্জেপ্স নেতৃত্ব। যদিও এই ঘটনায় সর্জেপ্স শিবিরের দিকে ওঠা সম্ভব অভিযোগ এককথায় খারিজ করে দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। রবিবার নবান্নে এক সাবাদিক বৈঠকে তিনি সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, এই ঘটনার সঙ্গে রাজনীতির কোনও যোগ নেই। অভিমুক্তদের ছাড় দেওয়া হবে না। বুলেট ও স্পষ্ট বার্তা দিয়েছেন তিনি। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, “আমি হামলায় বিরুদ্ধে একাইই রয়ে যাই, হলেও তাদের ৩ জন ইতিমধ্যেই প্রেফতার। বাকিদের কোনও কাজ হবে এখানে নিজেদের কোনও ব্যাপার নেই। এরা সবাই দুকুটা আঁকি অনুমায়ী বাস্তব হবে” সর্জেপ্স সূত্রে জানা গেছে, বাঁকুড়ার ইন্দাস থানা এলাকার বাসিন্দা আবদুল হাফিজ দিল্লির আদালতের পর নিজেই এলাকায় ফিরে শৈশবের প্রাথমিক স্কুলটির হোশাল দশার চিত্র কারোবাবদিক করেছিলেন। সর্জেপ্সের পরদ্যাটোয় সরকার ফিরে শুল্লের দেশকায়ো উন্নয়নের আদেলনের হািসেই এই সোশাল অডিট সামনে আসা অভিযোগ এই ভিডিও সামনে আসতেই হোয়ায় কিছু প্রভাবশালী

● এরপর ৬ পাতায়...



আমাদের জনগণনা আমাদের উন্নয়ন



বাড়ির তথ্যঃ

- ভবন নম্বর
- মেঝে, দেয়াল ও ছাদের নির্মাণসামগ্রী
- বাড়ির ব্যবহারের খরচ (আবাসিক অ-আবাসিক)
- বাড়ির অবস্থা

অন্যান্যঃ

- প্রধান খাদ্যশস্য (যা গ্রহণ করা হয়)
- মোবাইল নম্বর (শুধুমাত্র আদমশুমারি সংক্রান্ত যোগাযোগের জন্য)

পরিবার সম্পর্কিত মৌলিক তথ্যঃ

- পরিবারের সদস্য সংখ্যা
- পরিবারের প্রধানের নাম, লিঙ্গ ও জাতি/শ্রেণি (এসসিএসটি বা অন্যান্য)
- বাড়ির মালিকানাধার প্রকার

- ঘরের সংখ্যা

- বাড়িতে বসবাসকারী
বিবাহিত দম্পতির সংখ্যা

সুযোগ-সুবিধাঃ

- পানীয় জলের উৎস
- পানীয় জলের উৎসের প্রাপ্যতা
- আয়ের প্রধান উৎস
- শৌচাগারের সুবিধা
- শৌচাগারের ধরন
- বর্জ্য জল নিষ্কাশনের ব্যবস্থা
- ম্লানের সুবিধা
- রান্নাঘর ও এলপি/পিএনজি সংযোগ
- রান্নার কাজে ব্যবহৃত প্রধান জ্বালান

ਸਮਾਪਦਃ

- রেডিও/ট্রানজিস্টর
- টেলিভিশন
- ইন্টারনেট সুবিধা-সহ কম্পিউটার/ল্যাপটপ
- মোবাইল ফোন/টেলিফোন
- দু চাকার/চার-চাকার যানবাহন

» এই পর্যায়টি জনসংখ্যা গণনার ভিত্তি স্থাপন করে।

» আপনার সমস্ত তথ্য সম্পূর্ণ গোপনীয় ও সুরক্ষিত থাকবে।

৩) টোল ফ্রি - ১৮৫৫

আসন আমরা আমাদের দায়িত্ব পালন করি এবং জনগণনাতে অংশগ্রহণ করি

শহর ও শহরতলী

কোচবিহার সীমান্তে আইএসআই-যোগের অভিযোগে ৩ জন গ্রেপ্তার, হাবরার রানাকে ঘিরেও তদন্ত শুরু

নিজস্ব সংবাদদাতা, উত্তর ২৪ পরগনা, ১৬ আগস্ট : পাকিস্তানের গুপ্তচর সংস্থা আইএসআই-এর সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগে পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের স্পেশাল টাস্ক ফোর্সের হাতে গ্রেপ্তার হলেন আরও তিন জন। কোচবিহারের সীমান্তবর্তী সাহেবগঞ্জ এলাকা থেকে তাঁদের আটক করা হয়েছে বলে পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে। কয়েক দিন আগেই উত্তর ২৪ পরগনার হাবরা থেকে পাকিস্তানের নাগরিক রানা রেউফ ওরফে ওয়াহাব আলমকে গ্রেপ্তার করেছিল এসটিএফ। তদন্তকারীদের দাবি, রানা আইএসআইয়ের হয়ে কাজ করছিলেন। তবে কোচবিহার থেকে ধৃত তিন জনের সঙ্গে রানার সরাসরি যোগাযোগ ছিল কি না, তা এখনও নিশ্চিত নয়। পুলিশ সূত্রের দাবি, ধৃত তিন জন ভূয়ো পরিচয়পত্র ব্যবহার করে সিম কার্ড সংগ্রহ করতেন। পরে সেই সিম বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে পাচার করা হতো। ওই সিমগুলি কোনও সন্ত্রাসবাদী বা অপরাধমূলক কাজে ব্যবহার করা হয়েছিল কি না, তা খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা। একই সঙ্গে ভারতের গুরুত্বপূর্ণ ও সংবেদনশীল তথ্য বিদেশে পাচারের

করেছিলেন। পরে পশ্চিমবঙ্গে বসবাস শুরু করেন। তাঁর কাছ থেকে ভারতীয় পরিচয়পত্র সংক্রান্ত একাধিক নথি উদ্ধার হয়েছে বলে



মঙ্গলবার উত্তর ২৪ পরগনার বর্নগাঁ সীমান্তের কাছাকাছি হাবরার যশোর রোড এলাকায় অভিযান চালিয়ে রানা রউফকে গ্রেপ্তার করা হয়। তদন্তকারীদের দাবি, তিনি পাকিস্তানের ফয়সালাবাদের বাসিন্দা এবং ২০১২ সালে নেপাল হয়ে বেআইনি ভাবে ভারতে প্রবেশ

গান্ধী পার্কে মর্যাদার সাথে উদযাপিত দেশের ৮০ তম স্বাধীনতা দিবস



নিজস্ব প্রতিনিধি, পুকুরিয়াঃ যথাযোগ্য মর্যাদা ও বর্ণা্যা আয়োজনের মধ্য দিয়ে জেলা শাসক দপ্তর প্রাক্কণের গান্ধী পার্কে উদযাপিত হলো দেশের ৮০ তম স্বাধীনতা দি়স। সমস্ত প্রথা ও প্রশাসনিক আচার মেনে এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন জেলা শাসক সুধীর কোঠিম। জাতীয় পতাকা উত্তোলনের পর স্যান্টুট গ্রহণ করা হয় এবং জাতীয় সংগীত পরিবেশিত হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত থেকে অনুষ্ঠানটির গুরুত্ব বৃদ্ধি করেন জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ। এছাড়া উপস্থিত ছিলেন জেলার অন্যান্য আধিকারিক ও প্রশাসনিক কর্মীগণ। পতাকা উত্তোলন শেষে দেশের স্বাধীনতা সংগ্রামীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করা হয়। সমগ্র জেলাজুড়ে সুশাসন বজায় রাখা এবং সাধারণ মানুষের সেবায় নিজেদের নিয়োজিত রাখার শপথ গ্রহণের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানটির সমাপ্তি ঘটে।

পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে স্বাধীনতা দিবস পালন এনএসএফ এর



নিজস্ব সংবাদদাতা, সুন্দরবন,১৬ আগষ্ট : নেতাজি সেবা ফাউন্ডেশন এর উদ্যোগে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন প্রান্তে ৮০তম দেশের স্বাধীনতা দিবস মহা সারস্বরে উদ্যাপিত হল। প্রভুত সুন্দরবনের নামখানা, কান্দীপ, বাসন্তী সেই সাথে হাওড়া জেলার আমতা ১ রুকে নিজেদের ইউনিটে বিভিন্ন ধরনের সামাজিক উন্নয়ন, ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে অনুষ্ঠান, ফলের চারা বিতরণ ও গাছ লাগানোর প্রোগ্রাম নেওয়া হয়। ফাউন্ডেশনের নামখানা ইউনিটের পক্ষ থেকে মূল অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হয় শিবরামপুর এলাকায়। স্থানীয় ইয়ং গ্রুপ ক্লাব ও পাঠাগারের সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের সাথে সাথে চারা গাছ বিতরণ করা হয়। এই অনুষ্ঠানের সংগঠনের সম্পাদক ড. শান্তনু বেরা সংগঠনের পতাকা উত্তোলন করেন এবং স্থানীয় সমাজসেবী নবকুমার ঘোড়ই মহাশয় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। উপস্থিত ছিলেন বিশিষ্ট সমাজসেবী বিদ্যুৎ দি ন্দা, ইনচার্জ তাপস পাল, ক্লাবের সভাপতি শুভরঞ্জন ভূঞা, রবীন্দ্রনাথ মন্ডল, শুভজিৎ শাসমল, HCL ফাউন্ডেশন এর পক্ষে সঞ্জীব পাত্র সহ আরো অনেকে। এদিন নামখানা রুকের হরিপুর উদয়ন সংঘে, ৮ মাইল সুন্দরবন আদর্শ বিদ্যাল়ম্দির, মৌসুনি কো-অপারেটিভ প্রাইমারি বিদ্যালয় এরও অনুষ্ঠান হয়। ফাউন্ডেশন এর পক্ষ থেকে অনুষ্ঠান হয়। এদিন ফাউন্ডেশন এর বাসন্তী ইউনিটের নেতাজি সুভাষ একাডেমিতে মহাসমারহে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করা হয়। ফিল্ড ইনচার্জ প্রসেনজি বর্মন বীর শহীদদের প্রতি প্রণাম জানিয়ে শহীদ বেদীতে মাল্যদান ও পতাকা উত্তোলনের মধ্য দিয়ে অনুষ্ঠানের শুভ সূচনা করেন। এদিনের অনুষ্ঠানের সূচিতে ছিল নেতাজি সুভাষ একাডেমী ছাত্র-ছাত্রীদের দ্বারা নৃত্য, আবৃত্তি, কুইজ, ড্রয়িং কম্পিটিশন, বৃক্ষরোপণ ও নজরদারির অভাবেই পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। ঘটনার পর হাসপাতাল চত্বর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে সরব হন মৃতের পরিজনরা। তারা মুখামন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত মুখোপাধ্যায়েকে কাছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো ও পরিচালনা ব্যবস্থারও পরিবর্তনের আবেদন জানানো হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম প্রীতম রায়। হাওড়ার রাজচন্দ্রপুরের বাসিন্দা প্রীতম শনিবার বিকেল সাড়ে

করেন যে, ক্রমশ বেশি সংখ্যক যাত্রী ডিজিটাল পেসেন্ট পদ্ধতি ব্যবহার করছেন গুগল প্লে স্টোর এবং অ্যাপ স্টোর থেকে ‘কলকাতা মেট্রো’ অ্যাপ ডাউনলোড করে তারা খুব সহজেই টোকেন, স্মার্ট

কার্ড ও কিউআর কোড-ভিত্তিক টিকিট কেনা এবং স্মার্ট কার্ড রিচার্জ করার সুবিধা পাচ্ছেন। জেনারেল ম্যানেজার আরও জানান যে, ১৬৬ কোটি টাকা আয় করেছে, যা আরের বছরের তুলনায় ৬৪ শতাংশ বেশি। এছাড়া তিনি উল্লেখ

তরুপল্লবের উদ্যোগে শহীদ কানাইলাল ভট্টাচার্য স্মৃতি কুইজের পুরস্কার বিতরণ জয়নগরে

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়, জয়নগরঃ ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনের অন্যতম



বীর বিপ্লবী শহীদ কানাইলাল ভট্টাচার্যের আত্মাহুতি দিবসকে সামনে রেখে তাঁর বিপ্লবী জীবন ও স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস নতুন প্রজন্মের কাছে তুলে ধরার উদ্যোগ নেওয়া হল জয়নগর মজিলপুরে। এই উদ্দেশ্যে ‘তরুপল্লব’ পত্রিকার পক্ষ থেকে আয়োজন করা হয়েছিল শহীদ কানাইলাল ভট্টাচার্য স্মৃতি কুইজ প্রতিযোগিতা। স্বাধীন ভারতের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ১৫ আগস্ট জয়নগর মজিলপুর দত্তবাজারে শহীদ কানাইলাল

নাশকতার পরিকল্পনা হয়েছিল কি না, তা-ও খতিয়ে দেখছেন তদন্তকারীরা।রানার সন্ধান পাওয়ার ক্ষেত্রে বর্ধমান থেকে গ্রেপ্তার হামিম মণ্ডলের ভূমিকা ছিল কি না, সেই বিষয়টিও তদন্তের আওতায় রয়েছে।

গত জুলাইয়ের শেষে হামিমকে গ্রেপ্তারের পাশাপাশি অর্পিত সরকার এবং আদিত্য সিং নামে আরও দু’জনকে আটক করা হয়েছিল। তাঁদের বিরুদ্ধে আইএসআই এবং পাকিস্তানি গ্যাংস্টার শাহজাদ ভাট্টির গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগাযোগের অভিযোগ ওঠে। অর্পিতাকে ‘মাধ্যমে নেতা, মন্ত্রী ও আমলাদের কাছ থেকে সংবেদনশীল তথ্য সংগ্রহে ব্যবহার করা হতো বলেও এসটিএফ-এর দাবি। কোচবিহার থেকে ধৃত তিন জনের সঙ্গে কোনও নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনের যোগাযোগ ছিল কি না, তাঁদের ভূয়ো পরিচয়পত্র তৈরির নেটওয়ার্ক কতটা বিস্তৃত এবং সীমান্তপারের সঙ্গে তাঁদের কী ধরনের যোগাযোগ ছিল-এসবই এখন তদন্ত করে দেখছে এসটিএফ। পাশাপাশি আন্তর্জাতিক সীমান্তের নিরাপত্তা এবং ভূয়ো ভারতীয় পরিচয়পত্র তৈরির চক্রের বিষয়টিও তদন্তের গুরুত্বপূর্ণ অংশ হয়ে উঠেছে।

মেট্রো রেলওয়ে কর্তৃক ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপনে উপস্থিত জেনারেল ম্যানেজার শ্রী প্রেম সাগর গুপ্ত

রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ নিরলসভাবে কাজ করে যাচ্ছে।এই উপলক্ষ্যে মেট্রো রেল ভবনে একটি সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। বিভিন্ন মেট্রো স্টেশনেও মেট্রো আধিকারিকরা জাতীয়

কলকাতা, ১৬ আগস্ট : মেট্রো রেলওয়ে ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করল। মূল অনুষ্ঠানে, মেট্রো রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী প্রেম সাগর গুপ্ত মেট্রো রেল ভবনে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং মেট্রো আরপিএফ –এর কুচকাওয়াজ পরিদর্শন করেন।নিজের বক্তব্যে জেনারেল ম্যানেজার বিভিন্ন ক্ষেত্রে মেট্রো রেলওয়ের সাফল্যের কথা তুলে ধরেন। তিনি জানান যে, আগামী কয়েক বছরের মধ্যে মেট্রো নেটওয়ার্কের দৈর্ঘ্য বেড়ে ১৬০ কিলোমিটারে পৌঁছাবে। শ্রী গুপ্ত তাঁর ভাষণে সাম্প্রতিক সময়ে মেট্রো রেলওয়ের চমৎকার কর্মদক্ষতার কথাও উল্লেখ করেন। ২০২৫-২৬ সালে মেট্রো ২৬.৬০ কোটি যাত্রী পরিবহন করেছে। চলতি আর্থিক বছর ২০২৬-২৭-এ (জুলাই, ২০২৬ পর্যন্ত) মেট্রো রেলওয়ে ১৬৬ কোটি টাকা আয় করেছে, যা আরের বছরের তুলনায় ৬৪ শতাংশ বেশি। এছাড়া তিনি উল্লেখ

রাস্তাটা সংসার পাতার জায়গা নয়’, ল্যান্ডাউন বাজারে জ্বরদখল নিয়ে কড়া নির্দেশ অগ্নিমিত্রার

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৬ আগস্ট : কলকাতার রাস্তা ও ফুটপাথ জ্বরদখলমুক্ত করতে ফের কড়া বার্তা দিলেন রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী অগ্নিমিত্রা পালা রবিবার ল্যান্ডাউন বাজার পরিদর্শনে গিয়ে ফুটপাথ ও রাস্তার একাংশ দখল করে ব্যবসা করা বিরুদ্ধেতারের দ্রুত জায়গা খালি

করার নির্দেশ দেন তিনি। জ্বরদখল সরাতে ব্যবসায়ীদের দু’দিনের সময়সীমাও বেঁধে দিয়েছেন মন্ত্রী। তাঁর স্পষ্ট বার্তা, সাধারণ মানুষের হাটচালা ও যানবাহন চলাচলের জায়গা কোনওভাবেই দখল করে রাখা যাবে না। সরকারে আসার পর থেকেই কলকাতা-সহ বিভিন্ন এলাকায় রাস্তা ও ফুটপাথের জ্বরদখল সরানোর অভিযান চলছে। সেই অভিযানের অংশ হিসেবেই বিভিন্ন বাজারে আচমকা পরিদর্শনে যেতে দেখা যাচ্ছে অগ্নিমিত্রাকো। কখনও ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলছেন, কখনও আবার রাস্তা বা ফুটপাথ আটকে ব্যবসা করার জন্য সরাসরি সতর্ক করছেন তিনি। রবিবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। সকাল সাড়ে ১০টা নাগাদ ল্যান্ডাউন এলাকার বাজারে পৌঁছে প্রথমে ফুটপাথে বসা ব্যবসায়ীদের সঙ্গে কথা বলেন মন্ত্রী। তাঁরা কতক্ষণ ধরে সেখানে ব্যবসা করেন, কীভাবে দোকান সাজিয়েছেন এবং সাধারণ মানুষের চলাচলে কোনও সমস্যা হচ্ছে কি না, সে বিষয়ে খোঁজ নেন তিনি। এরপর বাজার পরিদর্শনের সময় তাঁর নজরে পড়ে রাস্তার উপর পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকা একটি ফলের দোকান।

ফলের ক্রেট এবং অন্যান্য সামগ্রী ফুটপাথ ছাড়িয়ে রাস্তার একাংশ পর্যন্ত ছড়িয়ে থাকায় স্ফোভ প্রকাশ করেন অগ্নিমিত্রা। দোকানিকে উদ্দেশ্য করে তিনি জানতে চান, এতটা জায়গা জুড়ে ফলের ক্রেট সাজিয়ে রাখলে সাধারণ মানুষ হাটবেন কোথা দিয়ে। পুর-প্রশাসককে সঙ্গে নিয়ে গোটা বাজার



ঘুরে দেখেন তিনি। যেসব দোকানের কারণে পথচারীদের চলাচল ব্যাহত হচ্ছে, সেগুলির বিরুদ্ধে দ্রুত ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন। এরপর একে একে মাছ, মাংস এবং ফলের দোকানগুলিতেও যান মন্ত্রী। ব্যবসায়ীদের রাস্তা ও ফুটপাথের দখল ছেড়ে দেওয়ার নির্দেশ দিয়ে দু’দিনের সময়সীমা বেঁধে দেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, ব্যবসা করার অধিকার থাকলেও সেই কারণে সাধারণ মানুষের চলাচলের জায়গা দখল করা যায় না। সবজির বাজারে গিয়ে পরিস্থিতি দেখে আরও ক্ষুব্ধ হন অগ্নিমিত্রা। সেখানে এক ব্যবসায়ী রাস্তার উপর বিস্তীর্ণ জায়গা জুড়ে সবজির পসরা সাজিয়ে বসেছিলেন। রবিবার হওয়ায় তখন

পূর্ব রেলের আরপিএফ ব্যান্ডের পরিবেশনায় স্বাধীনতা দিবসে প্রিন্সেপ ঘাটে এক মনোমুগ্ধকর দেশাত্মবোধক সঙ্গীতানুষ্ঠান

কলকাতা, ১৬ই আগস্টঃ স্বাধীনতা দিবসের এই বিশেষ অনুষ্ঠানে, পূর্ব রেলের জেনারেল ম্যানেজার শ্রীমতী গীতিকা পান্ডের নির্দেশনায়, পূর্ব রেলের রেলওয়ে সুরক্ষা বাহিনী কলকাতার স্ট্যান্ড রোড সংলগ্ন ঐতিহ্যবাহী প্রিন্সেপ ঘাটে একটি চমকার ব্যান্ড প্রদর্শনীর আয়োজন করে। অনুষ্ঠানটির শুভ সূচনা হয় একটি আনুষ্ঠানিক আবাহন সংগীত এবং বিশিষ্ট অতিথিদের আগমনের মধ্য দিয়ে। পূর্ব রেলের প্রিন্সিপাল চিফ সিকিউরিটি কমিশনার শ্রী অমিয় নন্দন সিনহা উপস্থিত সকলকে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানিয়ে স্বাগত বক্তব্য প্রদান করেন।



একোয় ভাব জাগ্রত করে। পরবর্তীতে জাতীয় সংগীত জন গণ মন-এর গম্ভীর ও সুরময় প্রদর্শনী এবং শিয়ালদহের সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনারের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে

মাধি জানান, পূর্ব রেল কেবল পরিবহনের মাধ্যমেই মানুষকে যুক্ত মন-এর গম্ভীর ও সুরময় প্রদর্শনী এবং শিয়ালদহের সিনিয়র ডিভিশনাল সিকিউরিটি কমিশনারের ধন্যবাদ জ্ঞাপনের মাধ্যমে অনুষ্ঠানের সমাপ্তি ঘটে। এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে

ভাটপাড়ায় ব্যবসায়ীর বাড়িতে শুটআউট, এক রাউন্ড গুলি চালিয়ে পালাল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৬ আগস্ট : ভাটপাড়ার ১৫ নম্বর গলিতে ব্যবসায়ীর বাড়িতে গুলি চালানোর অভিযোগ খিচে চাঞ্চল্য ছড়াল। শনিবার রাতে একদল দুষ্কৃতী পানীয় জলের ব্যবসায়ী রশিদ খানের বাড়িতে ঢুকে গুলি চালায় বলে অভিযোগ। ঘটনায় কেউ হতাহত না হলেও এলাকায় আতঙ্কের পরিবেশ তৈরি হয়েছে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে

পৌঁছে তদন্ত শুরু করেছে ভাটপাড়া থানার পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, শনিবার রাতে আচমকাই রশিদ খানের বাড়িতে চড়াও হয় কয়েকজন দুষ্কৃতী। সেই সময় বাড়িতে একাই ছিলেন রশিদের স্ত্রী নিগার খান। অভিযোগ, বাড়ির মূল



খবর দেন। খবর পেয়ে পুলিশ ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রাথমিক তদন্ত শুরু করে। এলাকায় তল্লাশি চালানোর পাশাপাশি ঘটনার সঙ্গে যুক্তদের চিহ্নিত করার চেষ্টা চলছে। পুলিশের দাবি, গোটা ঘটনার কিছুটা অংশ এলাকার সিসিটিভি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। সেই ফুটেজ সংগ্রহ চলছে। তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। দুষ্কৃতীদের গতিবিধি, তাদের সংখ্যা এবং চেষ্টার সম্পর্কে তথ্য পাওয়ার চেষ্টা করছেন তদন্তকারীরা।

পাশাপাশি এই ঘটনায় করা জড়িত এবং কী উদ্দেশ্যে রশিদ খানের বাড়িতে হামলা চালানো হয়েছিল, তা-ও খতিয়ে দেখা হচ্ছে। ঘটনার পর আতঙ্ক প্রকাশ করেছেন রশিদের স্ত্রী নিগার খান। তাঁর দাবি, রাতে তিনি বাড়িতে একাই ছিলেন। আচমকা দুষ্কৃতীরা বাড়ির মেন গেটে লাথি মারতে শুরু করে এবং গালিগালাজ করে। এরপরই বাড়িতে গুলি চালানো হয়। ঘটনার পর থেকেই আতঙ্কে রয়েছেন তাঁরা। রশিদ খানকে লক্ষ্য করেই হামলা চালানো হয়েছিল কি না, নাকি এর পিছনে অন্য কোনও কারণ রয়েছে, তা এখনও স্পষ্ট নয়। পুলিশ সব দিক খতিয়ে দেখছে। সিসিটিভি ফুটেজের ভিত্তিতে অভিযুক্তদের শনাক্ত করে দ্রুত প্রেফতারের চেষ্টা চলছে। তবে পরবর্তীতেও হাসপাতালের পরিচালনা সঙ্গে আরও কেউ জড়িত রয়েছে কি না, সে বিষয়েও তদন্ত করছে ভাটপাড়া থানার পুলিশ।

আরজি করে ফের চিকিৎসা পরিষেবা নিয়ে প্রশ্ন, ২৫ বছরের যুবকের মৃত্যুতে গাফিলতির অভিযোগ

নিজস্ব সংবাদদাতা,কলকাতা, ১৬ আগস্ট : আরজি কর মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন এক ২৫ বছরের যুবকের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ উঠল। পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই ওই যুবকের মৃত্যু হয়। পরিবারের অভিযোগ, যথাযথ চিকিৎসা ও নজরদারির অভাবেই পরিস্থিতির অবনতি হয়েছে। ঘটনার পর হাসপাতাল চত্বর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে সরব হন মৃতের পরিজনরা। তারা মুখামন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী শারদত মুখোপাধ্যায়েকে কাছে ঘটনার পূর্ণাঙ্গ তদন্তের দাবি জানিয়েছেন। পাশাপাশি রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামো ও পরিচালনা ব্যবস্থারও পরিবর্তনের আবেদন জানানো হয়েছে। হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে, মৃত যুবকের নাম প্রীতম রায়। হাওড়ার রাজচন্দ্রপুরের বাসিন্দা প্রীতম শনিবার বিকেল সাড়ে

৫টা নাগাদ পথ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হন। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাকে আরজি কর হাসপাতালের ট্রমা কেয়ারে নিয়ে আসা হয়। দুর্ঘটনায় তার দু’পায়ের হাড় ভেঙে যাওয়ার পাশাপাশি কোমরের বাঁ দিকের হাড়ও গুরুতর চোট লাগে বলে হাসপাতাল সূত্রে জানা গিয়েছে। চিকিসকদের প্রাথমিক পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, অতিরিক্ত রক্তক্ষরণের কারণে প্রীতমের শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হয়। তিনি হেমোরাজিক শকে চলে যান বলে হাসপাতাল সূত্রে দাবি। চিকিৎসা চলাকালীন রাত সাড়ে ১০টা নাগাদ তার মৃত্যু হয়। প্রায় পাঁচ ঘণ্টার মধ্যে তরুণের মৃত্যুর ঘটনায় স্বাভাবিকভাবেই স্ফোভ ছড়ায় পরিবারের মধ্যে। রবিবার মৃতের পরিজন শৌভিক সরকার সরাসরি চিকিৎসায় গাফিলতির অভিযোগ তোলেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের বিরুদ্ধে। তাঁর দাবি, প্রীতমকে হাসপাতালে আনার পর চিকিৎসা প্রক্রিয়া এবং প্রয়োজনীয় ব্যবস্থাননা নিয়ে পরিবারের একাধিক

প্রশ্ন রয়েছে। সেই কারণেই তাঁরা ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত চান। হাসপাতাল চত্বর থেকেই সামাজিক মাধ্যমে তাঁদের বক্তব্য প্রকাশ করা হয় এবং রাজ্য সরকারের কাছে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আবেদন জানানো হয়। অভিযোগের বিষয়টি গুরুত্ব দিয়ে দেখার আশ্বাস দিয়েছেন আরজি কর হাসপাতালের সুপার সপ্তধী চট্টোপাধ্যায়। তাঁর বক্তব্য, পরিবারের তরফে যে অভিযোগ তোলা হয়েছে, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। চিকিৎসায় কোনও ধরনের গাফিলতি হয়েছিল কি না, সেই বিষয়টি তদন্তের পরেই স্পষ্ট হবে। নতুন করে এই অভিযোগ সামনে আসায় আরজি কর হাসপাতালের চিকিৎসা পরিষেবা ও পরিকাঠামো নিয়েও ফের প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। এর আগেও হাসপাতালের বিভিন্ন ঘটনা নিয়ে পরিষেবার মান, নজরদারি এবং পরিকাঠামোগত ব্যবস্থাননা নিয়ে অভিযোগ উঠেছিল। চলতি বছরের মার্চে আরজি করের ট্রমা কেয়ার ভবনের

লিফটে আটকে দমদমের বাসিন্দা অরূপ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু হয়েছিল। সেই ঘটনায় হাসপাতালের নজরদারি ব্যবস্থায় গাফিলতির অভিযোগ সামনে আসে। এরও আগে ২০২৪ সালের অগস্টে আরজি কর হাসপাতালেই কর্তব্যরত এক মহিলা চিকিৎসক-পড়ুয়াকে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনা গোটা রাজ্য তথা দেশকে নানিয়ে দিয়েছিল। সেই ঘটনার পর হাসপাতালের নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে তীব্র প্রশ্ন ওঠে। হাসপাতালের পরিকাঠামো, নজরদারি এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা উন্নত করার দাবিতে আন্দোলনে নামে জুনিয়র চিকিসকদের একাংশ। প্রশাসনের সঙ্গে একাধিক বৈঠকে হাসপাতালের বিভিন্ন সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয় এবং প্রয়োজনীয় পদক্ষেপের আশ্বাসও দেওয়া হয়েছিল। তবে পরবর্তীতেও হাসপাতালের পরিচালনাে ও পরিচালনা ব্যবস্থার উন্নতি নিয়ে অভিযোগ উঠেছে বলে দাবি মৃতের পরিবারের।

আলোই ঈশ্বরের প্রতিবিম্ব দূরন্ত বার্তা

৩১ বর্ষ, দৈনিক ২৫৬ সংখ্যা, সোমবার, ৩১ শ্রাবণ, ১৪৩৩

মালাবার বিদ্রোহ

সময়টা ১৯২১ সাল। ভারতের দক্ষিণে কেরালা রাজ্যের মালাবার অঞ্চল তখন উত্তপ্ত। ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে গর্জে উঠেছেন স্থানীয় মোপলা বিদ্রোহীরা, যা ইতিহাসে মালাবার বিদ্রোহ’ নামে পরিচিত। ব্রিটিশ সেনাবাহিনী কঠোর হাতে এই বিদ্রোহ দমন করতে শুরু করে এবং কয়েক হাজার বিদ্রোহকে বন্দী করা হয়। সেই বিদ্রোহ দমনের নাম করে ব্রিটিশরা যে অমানবিকতার পরিচয় দিয়েছিল, তার সাক্ষী হয়ে আছে ভারতীয় রেলের একটি মালগাড়ির কামরা এবং ‘তিরুপ’ ও ‘পোদানুর’ রেলওয়ে স্টেশন। ঘটনার সূত্রপাত ২০শে নভেম্বর, ১৯২১। কেরালার তিরুপ স্টেশন থেকে ১০০ জন বিদ্রোহীকে বন্দী করে বেল্লারি জেলে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নেয় ব্রিটিশ কর্তৃপক্ষ। কিন্তু মানুষের যাতায়াতের উপযোগী কোনো কামরা সেদিন জুটল না সেই অভাগা বিপ্লবীদের কপালে। তার বদলে তাঁদের ঠাসাঠাসি করে ভরে দেওয়া হল একটি ছোট, খিঞ্জি মালগাড়ির কামরায় (Wagon No. ১৭১১)। কামরাটি ছিল লোহার পাতের তৈরি, যেখানে বাতাসের চলাচলের জন্য সামান্যতম কোনো ঘুলঘুলি বা জানালা ছিল না। কামরাটি আসলে ছিল পণ্য পরিবহনের জন্য, মানুষের জন্য নয়। তিরুপ স্টেশন থেকে যখন মালগাড়িটি ছাড়ল, কামরার ভেতর শুক হল এক অসহনীয় নরকযন্ত্রণা। দক্ষিণ ভারতের সেই ভাপসা গরম আর লোহার বন্ধ কামরার উত্তাপে বন্দীদের প্রাণ গুণ্তাগত হয়ে উঠল। কামরার ভেতর ১০০ জন মানুষের নিঃশ্বাস নেওয়ার মতো পর্যাপ্ত অক্সিজেন ছিল না। তৃষ্ণায় বুক ফেটে যাচ্ছিল তাদের, কিন্তু কামরার বাইরে পাহারায় থাকা ব্রিটিশ পুলিশরা তাঁদের এক ফোঁটা জল পর্যন্ত দেয়নি। ট্রেনটি যতই এগোতে লাগল, কামরার ভেতর বন্দীদের আর্বনাদ আর গোঙানি ততই বাড়তে থাকল। অক্সিজেনের অভাবে একে একে জ্ঞান হারাতে শুরু করলেন বন্দীরা। অনেকে জানালার কাছে এক চিমটি বাতাসের আশায় লোহার পাতে মুখ ঘষতে থাকেন, কিন্তু তাতে কেবল রক্তক্ষরণই সার হলো। ব্রিটিশ কর্মকর্তাদের কাছে বারবার কামরার দরজা খোলার আবেদন জানানো হলেও তারা ছিলেন নির্বাক। তাঁদের কাছে এই বিদ্রোহীরা ছিল কেবল ‘অপরায়ী’, মানুষ নয়। দীর্ঘ ভ্রমণের পর ট্রেনটি যখন অমিলনাদুর পোদানুর স্টেশনে পৌঁছাল এবং মালগাড়ির দরজা খোলা হলো, তখন সেখানে উপস্থিত সবার রক্ত হিম হয়ে গেল। দরজা খুলতেই বেরিয়ে এল স্তূপীকৃত নিখর দেহ। ১০০ জন বন্দীর মধ্যে ৬৪ জন ঘটনাস্থলেই শ্বাসরুদ্ধ হয়ে মারা গিয়েছিলেন। বাকিদের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হলে আরও কয়েকজনের মৃত্যু হয়। কামরার ভেতর কেবল রক্ত আর ঘামের বীভৎস গন্ধ। পোদানুর স্টেশনের সেই প্ল্যাটফর্ম সেদিন দেখেছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসনের চূড়ান্ত নষ্ট রূপ। আধুনিক ভারতের ইতিহাসে এটি ‘দক্ষিণের ব্ল্যাক হোল ট্রায়েজি’ নামেও পরিচিত। ব্রিটিশ সরকারের এই চরম অবহেলা ও নির্যাত্তা কেবল ভারতে নয়, বিশ্বজুড়েই সাম্যোলোচনার বাড় তুলেছিল। আজও তিরুপ রেলওয়ে স্টেশনে দুইই ‘গুণাগন ট্রায়েজি’র স্মৃতি রক্ষিত আছে। এই ঘটনা কেবল একটি ঘটনা ছিল না, এটি ছিল ব্রিটিশদের সুপরিচলিত অমানবিকতা। মোপলা বিপ্লবীদের এই আত্মত্যাগ ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামের পথ।

মহাকাশ বিজ্ঞানী

জাতীয় রাজনীতিতে গুজরাতিররা সেই বৃটিশ আমল থেকে ছড়ি ঘোরালেও তিনি রাজনীতির ধারেকাছেও ছিলেন না কোনদিন। আজ আমেরিকার নাসা-সহ বিশ্বের বাকি উন্নত দেশগুলির মহাকাশ গবেষণা সংস্থাকে রক্ষা দিয়েছে ইসরো। তিনি ভারতীয় মহাকাশ গবেষণার অন্যতম পথিকৃৎ বিক্রম সারাভাই, কেন্দ্রিয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এই প্রাক্তনীর আকর্ষণের ভরক্ষেত্র ছিল অবশ্যই বিজ্ঞান। তিনি আত্মীন চেয়ে এসেছিলেন পারমাণবিক শক্তি ব্যবহৃত হোক মানবকল্যাণে। জন্ম ১৯১৯ সালে আজকের দিনে মানে ১২ই আগষ্ট, আমেরাবাসে। গুজরাট কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়ে কেমব্রিজ ইউনিভার্সিটি থেকে ডক্টরেট করেন তিনি। দেশ স্বাধীন হবার বছরেই দেশে ফেরেন আর ১১ই নভেম্বর প্রতিষ্ঠা করেন ফিজিক্যাল রিসার্চ ল্যাবরেটরি। বয়স তখন তাঁর মাত্র ২৮ বছর। ১৯৬২ সালে প্রতিষ্ঠা করেন ন্যাশনাল কমিটি ফর স্পেস রিসার্চ, পরে যা নাম বদলে হয় ISRO। সেই সময় এক কঠিন পরিস্থিতির মধ্যে তিনি ভারত সরকারকে মহাকাশ গবেষণার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে বোঝাতে সফল হন। অনেকেই তখন প্রশ্ন তুলেছিলেন যে ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে সমাজের অন্য সমস্যা বাদ দিয়ে মহাকাশ গবেষণার প্রয়োজন কোথায়? বিরোধিতা করেন রাজনৈতিক নেতা থেকে বুদ্ধিজীবী মহল। উলানো যায়নি তাঁকে। তাঁরই অক্লান্ত চেষ্টায় ১৯৭৫ সালে প্রথম ভারতীয় উপগ্রহ আর্যভট্টকে সফল ভাবে মহাকাশে স্থাপন করা হয়। ওনার সম্মানে ইসরো চন্দ্রযান থেকে তাঁদের মাটিতে অবতরণের গাড়িটির নাম রেখেছে বিক্রম ল্যান্ডার। ভারতীয় মহাকাশ গবেষণাকে যিনি সাফল্যের চূড়ায় উঠিয়েছেন, সেই গুজরাতি বিজ্ঞানীকে একদিন মৃত অবস্থায় পাওয়া যায় কেরালার এক রিটোর্টর বন্ধ কামরায়। বয়স তখন তার মাত্র বাহান্ন। তারিখ ছিল ৩১শে ডিসেম্বর ১৯৭১। কোভালামে নিজের পছন্দের সরকারি রিসোর্টে ছিলেন ISRO এই ডিরেক্টর। একটি রুমশ রকেটের উৎক্ষেপণ দেখতেই কোভালামে গিয়েছিলেন তিনি। হামেশাই যেতেন এবং থাকতেন ওই সরকারি রিসোর্টে নিজের পছন্দের ঘরে। ৩১ ডিসেম্বর সকালে ওই ঘর থেকেই তাঁর প্রাণহীন দেহ উদ্ধার করে পুলিশ। জানা গিয়েছিল, দেহে কোনও আঘাতের চিহ্ন ছিল না। বাইরে থেকে কোনও অস্বাভাবিকতাও নজরে পড়েনি। ওনার মা সরলাদেবীর অনুরোধেও মৃতদেহেরে ময়নাতদন্ত করা হয়নি।

শ্রীশ্রীঅনুকূল ঠাকুর



ঠাকুর শ্রীশ্রীঅনুকূলচন্দ্র বলেন যে মা হচ্ছেন পরম সত্যের উপাসক। মায়ের ভক্ত হলে তবেই শক্তি অর্জন করা সম্ভব। তিনি আরও

ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব



ঠাকুর রামকৃষ্ণদেব বলতেন, বিপদের সঙ্গে মোকাবিলা করতে হবে। তাদেরকে পরাস্ত করতে হবে। জয়ী হওয়ার বাদনা নিয়ে এগিয়ে যেতে হবে। মায়ের কাছ থেকে সেই শক্তি গ্রহণ করতে হবে। মা সরদা সেই শক্তি সবাইকে দিয়ে থাকেন। স্বামী বিবেকানন্দকে তিনি জয়ী হওয়ার শক্তি দিয়েছিলেন। শত্রুকে পরাস্ত করার

শক্তি দিয়েছিলেন। নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করার শক্তি তিনি দিয়েছিলেন। মা সরদা কাউকে নিরাশ করেননি। তিনি সবাইকে সমানভাবে শক্তি দিয়েছেন। শক্তিকে সঞ্চয় করে তাকে সঠিকভাবে ব্যবহার করাটা জানতে হবে। সত্যের বিকাশ করতে হবে। জ্ঞানের বিকাশ করতে হবে। প্রাণের বিকাশ করতে হবে। মানব শক্তি হচ্ছে এই জগতের সবচেয়ে বড় শক্তি। এই শক্তিকে উন্নয়নের পাশ্চ্য ব্যবহার করতে হবে। মানুষের বিপদের সময়ে গিয়ে সম্প্রদাঁড়াতে হবে। নিজের মনকে সাম্প্রশালী করতে হবে। পিছনে দিকে তাকালে চলবে না। সব সময়ে সমানে দিকে তাকিয়ে চলবে হবে। মনের শক্তি বৃদ্ধি পেলে শত্রুরা পরাজিত হবে।

প্রথম শহিদ বিপ্লবী প্রফুল্ল চক্রবর্তী

রবীন্দ্রকুমার শীল প্রথম পর্ব

বাংলার সশস্ত্র আন্দোলনে শহিদ দের কথা বলতে গেলে প্রথমে উঠে আসে প্রফুল্ল চক্রবর্তীর নাম। তিনিই প্রথম শহিদ হয়েছিলেন। কিন্তু প্রমাণের অভাবে তাকে প্রথম শহিদ বলে ধরা হচ্ছে না। প্রথম শহিদ হয়ে রয়েছেন ক্ষুদিরাম বোস। ক্ষুদিরাম বোসের ফাঁসি হয়েছিল ১১ আগস্ট ১৯০৮ সালে। সেই সরকারি নথি রয়েছে। কিন্তু প্রফুল্ল



চক্রবর্তী স্বদেশি বোমা পরীক্ষা করতে গিয়ে যে শহিদ হয়েছিলেন তার কোনও নথি নেই। ফলে তাঁকে প্রথম শহিদ বলে বহুজন মেনে নিতে পারছে না।

১৯০৬ সালে বাংলার বিপ্লবীরা যখন চিত্তাভাবনা করতে শুরু করে দিল যে ইংরেজদের সঙ্গে কেবল মাত্র তলোয়ার, লাঠি এবং ছোরা দিয়ে আক্রমণ করে কোনও ফল পাওয়া যাবে হবে না। শক্তিশালী বিশেষি শাসক ইংরেজদের দেশ থেকে বিতারিত করতে গেলে বন্দুক, পিস্তল জোগাড় করতে হবে। তৈরি করতে হবে শক্তিশালী বোমা। ১৯০৬ সালে বিপ্লবী বারীন্দ্রকুমার ঘোষ যখন বাংলায় গুপ্ত সমিতি তৈরি করতে শুরু করলেন তখন মেদিনীপুর, চন্দননগর, হুগলির বেশ কিছু অঞ্চলে গুপ্ত সমিতির শাখা প্রতিষ্ঠা লাভ করলে। ঢাকায় ‘অনুশীলন সমিতি’ তৈরি করা হল ১৯০৬ সালে। তার দায়িত্বে থাকলেন পূর্নিব বিহারী দাস। কলকাতা ছিল অনুশীলন সমিতি (১৯০২, দোল পূর্ণিমা) -এর সদর দফতর। বারীন্দ্রকুমার ঘোষ এবারে তিনি নিজে একটি বিপ্লবী দল তৈরি করলেন। সেই বিপ্লবী সংস্থার নাম হল ‘যুগান্তর’। এর সদর দফতর তৈরি হল মানিকতলার মুরারি পুকুরে। মুরারি পুকুরে একটি বাড়ি ছিল বিপ্লবী অরবিন্দের পিতার।

কোনও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করার আগে রাজা সুবোধ মল্লিকে বাড়িতে আলোচনা সভা বসত। সেই সভায় থেকে গৃহীত সিদ্ধান্ত বিভিন্ন গুপ্ত সমিতির শাখা কেন্দ্রে লোক মাফ্যত খবর পাঠিয়ে দেওয়া হত। যা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হতো তাকে অমান্য করার কোনও সাহস কারোর ছিল না।

‘যুগান্তর’ বিপ্লবী সমিতি তৈরি করে বারীন্দ্রকুমার ঘোষ সদস্য সংগ্রহ করার উদ্যোগ নিলেন। তখন কলকাতার বিভিন্ন পার্কে থেকে ছেলেদের সংগ্রহ করার কাজে মন দিলেন তিনি। যতীন্দ্রনাথ বন্দ্যো পাধ্যায় এই কাজে সহযোগিতা করতেন। ব্যারিস্টার পি মিত্র ছিলেন এই গুপ্ত সমিতির সভাপতি। তিনি ঘোড়া গাড়ি চেপে কলকাতার বিখ্যাত বন্দী ব্যক্তিদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহ করতেন গুপ্ত সমিতি চালানোর জন্য। মেদিনীপুরে অরবিন্দের দুই মামা যোগেন্দ্র বসু ও সত্যেন্দ্র বসু একদল তরুণ সংগ্রহ করে সেখানে গুপ্ত সমিতি গড়ে তুললেন। অরবিন্দ এবং বারীন্দ্রকুমারের সঙ্গে হেমচন্দ্র কানুনগোর পরিচয় করিয়ে দেন মেদিনীপুর গুপ্ত সমিতির কর্মী সত্যেন বসু। কলকাতার পার্কে পার্কে বিকেল এবং সন্ধ্যার সময়ে দুই তিন জন মিলে রাজনৈতিক আলোচনা করতেন। তরুণরা সেই আলোচনা আকৃষ্ট হয়ে পড়ত।

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের ‘কন্যা রত্ন দিবস’

বিশেষ প্রতিবেদক
১৪ আগস্ট থেকেই ছাত্রীদের অ্যাকাউন্টে চকব টাকা, আগামী বছর থেকে দ্বিগুণ অনুদান করার ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। গত শুক্রবার ধনধান্য

অধিকারী বলেন, ‘নারী সুরক্ষায় আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের বাজেটে নারী কর্মসংস্থান অথা বিকার দেওয়া হয়েছে। নারী শিক্ষায় মহিলা কলেজ বৃদ্ধির প্রস্তাব রাখা হয়েছে। কলেজ ড্রপআউট রুখতে



অডিটোরিয়াম থেকে শুভেন্দু অধিকারী বলেন, ‘নারী সুরক্ষায় আমরা অঙ্গীকারবদ্ধ। আমাদের বাজেটে নারী কর্মসংস্থান অধাপিকার দেওয়া হয়েছে।’ একদিনেই ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার ছাত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আর্থিক সাহায্য পাঠাবে রাজ্য সরকার। কন্যাস্ত্রী এখন থেকে কন্যারত্ন দিবস হিসাবে পরিচিত হবে। এই প্রকল্পের সূচনা করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। ১৪ আগস্ট কন্যাস্ত্রী দিবস হিসেবে পালন করাও তৃণমূল সরকার, এবার সেই দিনে কন্যারত্ন দিবস পালন শুরু করল নতুন বিজেপি সরকার। ‘কন্যা রত্ন’ উদ্যোগে একদিনেই ১০ লক্ষ ৭৭ হাজার ছাত্রীর ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টে আর্থিক সাহায্য পাঠাবে রাজ্য সরকার। ১৪ আগস্ট কন্যাস্ত্রী দিবস এখন থেকে কন্যারত্ন দিবস। সবুজসাত্বীর সাইকেল মিলবে সারথি প্রকল্পে কন্যার করলেন মুখ্যমন্ত্রী। এদিন ধনধান্য অডিটোরিয়াম থেকে শুভেন্দু

আর্থিক সুবিধা-সহ নানা ব্যবস্থা রেখেছি আজ থেকে ‘বেটি বাঁচাও বেটি পড়াও’ প্রকল্পে কন্যাদের যুক্ত করলাম। দেশায়াবোধ জাগরণের ক্ষেত্রে কন্যার মাতঙ্গিনী হাজরার ভূমিকা পালন করল। মোট ২০ লক্ষ ১৩ হাজার ছাত্রী বিগত সরকারের কর্মসূচিতে যুক্ত ছিল। আমরা এবার সম পরিমাণ ছাত্রীকেই প্রকল্পের টাকা দিলাম। তাদের জন্য বরাদ্দকৃত ৪০০ কোটি টাকাই দিনে দেওয়া হল। বিদ্যাদায়গুলি যাচাই করে যত দ্রুত পাঠাবে, তত তাড়াতাড়ি টাকা পাবে।

মুখ্যমন্ত্রী এও বলেন, ‘উচ্চশিক্ষায় ছাত্রীদের ৫০ হাজার টাকা অনুদানের ঘোষণা হয়েছে বাজেটে। কন্যারত্নদের প্রকৃতপক্ষে শিক্ষা, স্বনির্ভর করতে অঙ্গীকারবদ্ধ হলাম। সব রকম বৈষম্য থেকে কন্যাদের রক্ষা করার দায়িত্ব কাঁধে তুলে নিলাম। কন্যারত্ন প্রকল্পের টাকা দিচ্ছি, তার সঙ্গে বিবেকানন্দ স্কলারশিপও চালু রাখছি। বিদেশে

এদের মধ্যে থেকে ভাবী বিপ্লবী বেছে নেওয়া হতো। হেদুয়া ও কলেজ স্কোয়ার ছিল তরুণ সংগ্রহ করার উল্লেখযোগ্য স্থান। কলকৌলার কে সি সেনের বাড়ির একজন ছেলে ধরার বন্ধু করতে গুস্তাদ ছিলেন। বারীন্দ্র কুমার ঘোষ তাঁকে ‘চন্দ্রদা’ বলে ডাকতেন। বারীন্দ্র, দেবরত, অবিনাশ নিজে দের মধ্যে আলোচনা করলেন যে এইভাবে লাঠি ও ছোরা খেলা নিয়ে মেতে থাকলে সশস্ত্র বিপ্লব তৈরি করতে বেশ সময় লেগে যাবে। সশস্ত্র সংগ্রামের জন্য বন্দুক সংগ্রহ এবং বোমা তৈরি করতে হবে। বন্দুক তৈরি করা সম্ভব নয়। একটি বন্দুক তৈরি করতে গেলে বহু সময় লেগে যাবে। বোমা তৈরি করতে গেলে বন্দুক তৈরির মতো সময় লাগবে না। বোমা তৈরির রসদ এবং খোল তৈরি করতে পারলেই হল। বোমা তৈরি করার বিষয়ে গুপ্ত সমিতির সদর দফতরে আলোচনা হল। সেই আলোচনায় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হল যে বোমা তৈরি করা ফরমুলা জোগাড় করতে হবে। কলকাতায় বেশ কয়েকজন মেধাবি বিজ্ঞানের ছাত্রদের কাছে বোমা তৈরির প্রস্তাব পাঠানো হয়। কোন কোন রসদ দিয়ে শক্তিশালী বোমা তৈরি করা যেতে পারে তার ফরমুলা করে দিতে। কামরশালা থেকে বোমা তৈরি খোল তৈরি করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হল। তার মধ্যে বিস্ফোরক রাসায়নিক দ্রব্য মিশিয়ে বোমার খোলে পুরে বিস্ফোরক বোমা তৈরি করা হবে। মেদিনীপুর গুপ্ত শাখা সমিতির সদস্য হেমচন্দ্র কানুনগো ১৯০৬ সালে ১৩ আগস্ট পৈশ্চিক সম্প্রতি বিক্রেতাদের সঙ্গে রওনা হলেন বোমা তৈরি প্রশিক্ষণ নিতে। এ ব্যাপারে চন্দননগরের গুপ্ত সমিতির সদস্যসহ চন্দননগরের ফরাসি প্রশাসনের সায় ছিল। ‘যুগান্তর’ বিপ্লবী দলের সক্রিয় সদস্য ছিলেন উল্লাসকর দত্ত। তাঁকে বারীন ঘোষ কলেজ স্কোয়ার থেকে সংগ্রহ করেছিলেন। উল্লাসকর দত্ত মেধাবি ছাত্র ছিলেন। প্রেসিডেন্সির ছাত্র উল্লাসকর তখন ভালো পড়াশুনার করার পরিবেশ খুঁজে বের করার চেষ্টা করছিলেন। বারীন ঘোষ তাকে বোঝালেন যে তাঁদের একটি আন্তানা রয়েছে। সেখানে ভালো ছেলেদের সঠিক পাঠ দেওয়া হয়। উল্লাসকর দত্ত ভালো পাঠ গ্রহণ করার উদ্দেশ্য নিয়ে বারীন ঘোষের সঙ্গী হলেন। বারীন ঘোষ যাকে একবার নিজের কজায় নিয়ে ফেলতেন তার আর ঘরে ফেরার কোনও ইচ্ছা থাকতো না। বারীন ঘোষ সন্মোহন করার জাদু জানতেন কিনা তা জানা যায় না। তবে তিনি এমনভাবে তরুণদের সঙ্গে কথা বলতেন যে তাঁর কথায়

মুগ্ধ হয়ে তার আসপাশে সবাই ঘুরপাক খেতো। উল্লাসকর দত্ত সেই রকম একজন মেধাবি ছাত্র। তিনি মুরারি পুকুরে পাঠ গ্রহণ করতে গিয়ে আর নিজের ডেরায় ফিরে যাননি। সেখানেই থেকে গিয়েছিলেন। উল্লাসকর দত্ত পরে বারীন ঘোষের ডান হাত হয়ে গিয়েছিলেন। দেশি বোমা তৈরি করার প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেছিলেন খুবই গোপনে। বেশ কয়েকজন বিজ্ঞানের ছাত্ররা কোন কোন বিস্ফোরকে বোমা তৈরি করা হয় এবং কী করে বোমা তৈরি করতে তার প্রশিক্ষণ দিতে থাকে। উল্লাসকর দত্ত অতি সহজেই তা শিখে ফেলেন। তবে বারীন ঘোষ উল্লাসকর দত্তের নাম সুপারিশ করেছিলেন। ফলে বোমা তৈরি ক্লাসে উল্লাসকর দত্ত ছিলেন একমাত্র ছাত্র। কলকাতার রাজাবাজার বা মানিকতলার বাস্তু খিঞ্জি এলাকায় কোনও একটি অজানা স্থানে বোমা তৈরি প্রশিক্ষণ দেওয়া হতো। অতি দক্ষতার সঙ্গে দ্রুত বোমা তৈরি কাজটা রপ্ত করে ফেলেছিলেন উল্লাসকর দত্ত। বারীন ঘোষ কারোর জন্য অপেক্ষা করতেন না। হেমচন্দ্র কানুনগো প্যারিস গিয়েছেন বোমা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করতে। সেখানে বোমা প্রশিক্ষণ গ্রহণ করে তাঁর স্বদেশি ফিরে আসতে সময় নেবে। বারীন ঘোষের হাতে এত সময় নেই। তিনি দ্রুত সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করে দিতে চান। যদিও অরবিন্দ এখনই সশস্ত্র সংগ্রাম শুরু করার কোনও ইচ্ছা ছিল না। কিন্তু বারীন ঘোষ একেবারে একরোয়া ছিলেন। তিনি যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন বিপ্লবী আন্দোলনের কাজে যেসব সাহেব প্রশাসকেরা বাধা দিচ্ছে তাদেরকে এই পৃথিবীদে়র বাঁচিয়ে রাখা চলবে না। তাদেরকে একেবারে নিকেশ করে দিতে হবে। রংপুরের ঈশান চক্রবর্তীর ছেলে প্রফুল্ল চক্রবর্তী কলকাতায় এসে ছিলেন লেখাপড়া শিখতে। তিনিও কলকাতা স্কুল থেকে ভালো পড়াশুনা শিখে চাকরি পাওয়ার চিন্তায় থাকেন। বারীন ঘোষের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উল্লাসকর দত্তের মতো মুরারি পুকুরে গিয়ে উপস্থিত হলেন। যারা একবার মুরারি পুকুরে গিয়ে উপস্থিত হন তারা প্রত্যাহেই বিপ্লবী ঘোষের জাদু মন্ত্রে মোহিত হয়ে থেকে ছিলেন। তারা বারীন ঘোষ ছাড়া আর অন্য কারোর কথা ভাবতে পারতো না। বারীন ঘোষের দুই জন ভাব শিষ্য হলেন-উল্লাসকর দত্ত এবং প্রফুল্ল চক্রবর্তী। প্রফুল্ল চক্রবর্তীর পিতা ঈশান চক্রবর্তীও কলনতেন না যে তাঁর ছেলে বিপ্লবী দলে নাম লিখিয়েছেন। তিনি ভাবতেন, কলকাতায় গিয়েছে ছেলে লেখাপড়া করতে। ছেলে ভালো লেখাপড়া করে চাকরি পেলেই বিয়ে দিয়ে দেবেন(ক্রমশ)

ওল্ড বেনারস রোডের এক অজানা উপখ্যান

দেব কুমার নাহা

ওল্ড বেনারস রোড বা অহল্যাবাদি রোডের এক অজানা উপখ্যান। হুগলী জেলার শ্রীরামপুর মহকুমার অধীনস্থ চন্ডীতলা থানা এলাকার গরলগাছা অঞ্চল থেকে প্রায় ঢিল ছোঁড়া দূরত্বে রয়েছে ওল্ড বেনারস রোড বা অহল্যাবাদি রোড নামের এক রাস্তা। অতকে আগে এই রাস্তার ধারে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের সাহিনবোর্ডের গায়ে ঠিকানা হিসাবে লেখা থাকত এই অহল্যাবাদি রোড কথাটা। এখন এই রাস্তার এইরূপ নামকরনের কারন জানতে হলে পিছিয়ে যেতে হবে প্রায় দুশো বছরের অধিক সময়! ১৭২৫ খ্রিস্টাব্দের ৩১ শে মে তারিখে বর্ত মানে মহারাজের আহমেদনগর জেলার জামখেদ অঞ্চলের চৌন্ডী নামের এক অখ্যাত থামে পেশায় থামের সম্মানিত এক ধনবান প্রধানের সচিব (পাতিল) হিসাবে কর্মরত মানকোজি রাও শিন্দে ও সুশীলা শিন্দের কন্যা অহল্যাবাদি জন্মগ্রহণ করেন। তৎকালীন সময় প্রথা ভেঙ্গে তিনি বিদ্যাচর্চায় মনো নিবেশ করেন, সেটা সে সময়ের সমাজ ব্যবস্থার নিরিখে রীতিমত ব্যতিক্রমী ছিল। পরবর্তীকালে ১৭৩৩ খ্রিষ্টাব্দে মারাঠা পেশোয়া বালাজি রাও এর একজন বিশ্বস্ত সেনাপতি ও মালওয়া অঞ্চলের এক শাসক মল্লার রাও হেলকর পুনে খারাব পম্বে চৌন্ডী গ্রামে অষ্টম বর্ষীয় কন্যা অহল্যাবাদিকে গ্রামের মন্দিরতে সোণায় নিযুক্ত হতে দেখে তাঁর নিষ্ঠা ও রূপে মুগ্ধ হয়ে নিজ পুত্র তৎকালীন প্রায় ত্রিশটি পরগনার সুবাদার খান্দেরাও হোলকরের সাথে অষ্টম বর্ষীয় প্রবল ধার্মিক অহল্যাবাদিকে বিবাহ সূত্রে আবদ্ধ করে মালওয়া রাজ্যের হোলকর অঞ্চলে নিয়ে আসেন। ১৭৪৫ খ্রিষ্টাব্দে অহল্যাবাদি মুক্তারাও নামের এক পুত্র ও ১৭৪৮ খ্রিষ্টাব্দে হীরাবাদি নামক এক কন্যার জন্ম দেন।

অন্যদিকে অহল্যাবাদি নিজের শাশুড়ি মাতা গৌতমা বাদ্দের তত্ত্বাবধানে প্রশাসন, অর্থনীতি ও রাজনীতি হিসাবে বিশেষ প্রশিক্ষিত হবার পর অল্যাবাদি একটা রাজ্য পরিচালনার যোগ্যতা অর্জন করেন। ১৭৫৪ খ্রিষ্টাব্দে ইমাদ-উল-মুলক এবং মুঘল সম্রাট আহমদ শাহ বাহাদুরের সেনাপতি মীর বখশীর সমর্থনের অনুরোধে নিজের পিতা মল্লার রাও হোল করকে সাথে নিয়ে তৎকালীন মুঘল সম্রাটের বিরোধী ওগাজির সফদর জুকে সমর্থন দেওয়াই নয় তাঁর সাথে হাত মেলাতো ভরতপুর রাজ্যের জাট মহারাজা সুরজ

সাইমন কমিশন এবং ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে উত্তপ্ত

শঙ্করলাল কর্মকার
১৯২৮ সালে ভারতবর্ষে পা রাখতে চলেছিল কুখ্যাত সাইমন কমিশন। ভারতীয়দের সাংবিধানিক সংস্কারের সুপারিশ করতে আসা যে কমিশনে ছিলেন না একজনও ভারতীয়



সদস্য। ফলে প্রতিবাদের বাড় উঠল দেশজুড়ে। মুম্বই বন্দরে সাইমনের জাহাজের সামনেই কালো পতাকা মেলে ধরলেন কয়েকজন তরুণ। তাঁদের গায়ে খালসি, জাহাজঘাটার কুলিদের পোশাক। মুখে স্লোগান ‘সাইমন গো ব্যাক!’ স্কুলের ইতিহাস বইয়ের পাতাতেই রয়েছে এই ঐতিহাসিক স্লোগানের কথা। কিন্তু তার বনকের নামটাই চাপা পড়ে গিয়েছে ইতিহাসের অন্তরালে। যে প্রথমবার দিয়েছিলেন এই স্লোগান? উত্তরাটা হল, ইউসুফ মেহেরালি। যিনি কুলির পোশাক পরে ছিলেন তরুণদের মধ্যেই। কমিশনের সদস্যরা জাহাজ থেকে নামতেই তাদের সামনে কালো পতাকা হাতে দাঁড়িয়ে যান তরুণরা। পরের ঘটনা সকলের জানা। ১৯০৩ সালে বম্বে বা অধুনা মুম্বই-এ জন্ম মেহেরালি। তরুণ বয়সেই যোগ দেন স্বাধীনতা আন্দোলনে। গড়ে তুলেছিলেন

পতাকা দেখিয়েছিলেন যারা, তাঁদের থেগুতার করে ব্রিটিশ পুলিশ। মেহেরালি ও থেগুতার হয়েছিলেন বলা বাহুল্য। পুলিশ নাকি তাঁকে একটি পিপের মধ্যে বন্দি করে, সেই পিে গাড়িয়ে দিয়েছিল রাস্তায়। সেই ভয়ানক অভিজ্ঞতাকে পরে নাকি ঠাট্টা করে মেহেরালি বলেছিলেন, ‘মুভি এঞ্জাপিরিয়েম’। ১৯৪২ সালে শুরু হল ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলন। ‘কুইট ইন্ডিয়া’ এই স্লোগাটির জনক নাকি মেহেরালিই। এমনটাই বলছে সংস্কৃতি মন্ত্রকের নথি। যদিও ইতিহাসবিদ রামচন্দ্র গুহর মতে মেহেরালিই যে এই স্লোগানের জন্মদাতা, তা নিয়ে খানিক ধোঁয়াশা আছে। তবে মেহেরালিই স্লোগান টিকে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় করে তুলেছিলেন। তিনিই প্রকাশ করেছিলেন ‘কুইট ইন্ডিয়া’ বলে বিখ্যাত পুস্তিকটি। ফলে, ইংরেজ দের কাঁপিয়ে দেওয়া ‘ভারত ছাড়ো’ শব্দবন্ধটির সঙ্গে তাঁর নাম জড়িয়ে আছে অঙ্গসীতাবেই।

ছবি : বুদ্ধদেব মিশ্র।

উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের স্টেডিয়ামে জাতীয় পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানে জিএম উদয় বরওয়ানকর

গোরখপুর, ১৫ আগস্ট, ২০২৬ ৷ সকল নিবেদিতপ্রাণ কর্মীদের প্রতিও দেশের ৮০তম স্বাধীনতা দিবস



উপলক্ষে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বরওয়ানকর ১৫ আগস্ট, ২০২৬ তারিখে গোরখপুরের সৈয়দ মোদী রেলওয়ে স্টেডিয়ামে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং রেলওয়ে সুবক্ষা বাহিনীর কর্মী, বেসামরিক প্রকৌশলী সংস্থার সদস্য, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে স্কাউটস অ্যান্ড গাইডস এবং রেলওয়ে স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের দ্বারা উপস্থাপিত কুচকাওয়াজে অভিবাদন গ্রহণ করেন। এই উপলক্ষে অনুষ্ঠানে ভাষণ দিতে গিয়ে জেনারেল ম্যানেজার শ্রী উদয় বরওয়ানকর স্বাধীনতা দিবসের এই সুবর্ণ উসবে সকলকে শুভেচ্ছা ও শুভকামনা জানান এবং এই বছর চাকরিরত অবস্থায় মম্বাতিকভাবে প্রয়াত উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের কর্মীদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। তিনি ভারতীয় রেলওয়ের সেই

রেলের চাকা সচল থাকে।জেনারেল ম্যানেজার বলেন যে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে তার তিনটি বিভাগের মাধ্যমে যাত্রীদের নিরাপদ, সুরক্ষিত এবং আরামদায়ক ভ্রমণ পরিষেবা প্রদান করছে।মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের ঐশ্বর্য্য জংশন সহ ১৪টি পুনর্নির্মিত অমৃত স্টেশনের উদ্বোধন করেছেন। তিনি বলেন যে, উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে পরিকাঠামো শক্তিশালীকরণ এবং পরিচালন ব্যবস্থা আধুনিকীকরণের মাধ্যমে আরও উন্নত ও দ্রুততর যাত্রী পরিষেবা প্রদানের লক্ষ্যে ক্রমাগত এগিয়ে চলেছে। স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ‘হর ঘরে তিরঙ্গা’ অভিযানও অত্যন্ত উৎসাহের সাথে উদযাপিত হচ্ছে। স্বাধীনতা দিবসের এই শুভ উপলক্ষে, জেনারেল ম্যানেজার উত্তর-পূর্ব রেলওয়ের উল্লেখযোগ্য অর্জনগুলো তুলে ধরে

বলেন যে, এই অর্থ বছরে উত্তর-পূর্ব রেলওয়েতে প্রায় ২৬ কিলোমিটার ডাবলিং এবং তৃতীয় লাইন নির্মাণের কাজ সম্পন্ন হয়েছে। ঘাঘরা ঘাট-বুড়ওয়াল এবং গোভা-গোভা কাছারি রেল বিভাগে তৃতীয় লাইন নির্মাণ এবং বুধওয়াল-গোভা তৃতীয় লাইন প্রকল্পের সমাপ্তির মাধ্যমে উনাউলা-পিপরাইচ বিভাগের ডাবলিং ও বিদ্যুতায়নের কাজও সম্পন্ন হয়েছে। বাহরাইচ-নেপালগঞ্জ রোড বিভাগের গেজ রূপান্তর সম্পন্ন হওয়ার সাথে সাথে উত্তর-পূর্ব রেলওয়ে সম্পূর্ণরূপে ব্রডগেজে রূপান্তরিত হয়েছে। একমাত্র মিটার-গেজ সেকশন, মেলানি-নানপাড়া, ঐতিহ্যবাহী স্থান হিসেবে সংরক্ষিত করা হয়েছে। তিনি বলেন যে ২০২৬-২৭ অর্থবছরের জুলাই মাসের মধ্যে তিনটি স্টেশনে ফুট ওভারব্রিজ (এফওবি), ছয়টি স্টেশনে সাতটি এলিভেটেড প্ল্যাটফর্ম, আটটি স্টেশনের ২৫টি প্ল্যাটফর্মে কোচ গাইডেড সিস্টেম, ১২টি স্টেশনে ২৬টি ট্রেন ইন্ডিকেশন বোর্ড এবং সাতটি স্টেশনে অ্যাট-এ-প্লাস ডিসপ্লে বোর্ড স্থাপনের কাজ সম্পন্ন হবে। এখন পর্যন্ত ১৭টি স্টেশনে ৬৩টি এসকেলেটর এবং ২৫টি স্টেশনে ৮১টি এলিভেটর স্থাপন করা হয়েছে। ট্রেনে দ্রুত জল ভরার সুবিধার্থে নয়টি স্টেশনে কুইক ওয়াটারিং সিস্টেম স্থাপন করা হয়েছে। অসংরক্ষিত টিকিটটিরের জন্য ১০৪টি স্টেশনে ২১১টি নতুন স্মার্ট কার্ড-ভিত্তিক স্বয়ংক্রিয় টিকিট ডেস্কিং মেশিন স্থাপন করা হয়েছে।

শিয়ালদহ ডিভিশন ২০ আগস্ট, ২০২৬ থেকে বনগাঁ পর্যন্ত এসি ইএমইউ লোকাল পরিষেবা সম্প্রসারিত করছে

কলকাতা, ১৬ আগস্ট ৷ যাত্রীদের স্বাচ্ছন্দ্য বৃদ্ধির লক্ষ্যে নিরন্তর প্রচেষ্টার অংশ হিসেবে, শিয়ালদহ ডিভিশন তাদের বিদ্যমান ‘শিয়ালদহ



- বারাসত এসি ইএমইউ লোকাল’ পরিষেবাটি বনগাঁ জংশন পর্যন্ত সম্প্রসারিত করেছে, যা ২০ আগস্ট, ২০২৬ থেকে কার্যকর হবে। শহরতলির নিত্যযাত্রীদের ভ্রমণকে আরও আরামদায়ক ও শীতল করার উদ্দেশ্যে চালু হওয়া এই উন্নতমানের শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত পরিষেবাটি সপ্তাহে ছয় দিন-সোমবার থেকে শনিবার-চলবে এবং রবিবার পরিষেবাটি বন্ধ থাকবে। নির্ধারিত সময়সূচি অনুযায়ী, ট্রেন নং ৩৩৪৪১ আপ শিয়ালদহ - বনগাঁ এসি ইএমইউ লোকালটি সকাল ১০.৩৩-এ শিয়ালদহ থেকে ছাড়বে এবং

অশোকনগর রোড, হাবরা, মাসলদপুর, গোবরডাঙ্গা, ঠাকুরনগর ও চাঁদপাড়া-অতিক্রম করে দুপুর ১২.২৩-এ বনগাঁ জংশনে পৌঁছাবে।ফিরতি পথে, ডাউন পরিষেবা ট্রেন নং ৩৩৪৪২ বনগাঁ - শিয়ালদহ এসি ইএমইউ লোকালটি দুপুর ১২.৩৫-এ বনগাঁ থেকে ছাড়বে, মধ্যবর্তী স্টেশনগুলোতে নির্ধারিত বিরতি নেবে এবং অবশেষে দুপুর ২.২৫-এ (১৪.২৫ ঘটিকা) শিয়ালদহ এসে যাত্রা শেষ করবে। বারাসত থেকে শিয়ালদহ পর্যন্ত সংশোধিত সময়সূচি অনুযায়ী, ট্রেনটি বারাসত থেকে দুপুর ১.৪০-এ

(১৩.৪০ ঘটিকা) ছাড়বে এবং এরপর মধ্যমগ্রাম (১.৪৬), বির্যাটি (১.৫৪), দমদম ক্যান্টনমেন্ট (২.০০),দমদম জংশন (২.০৫) ও বিধাননগর রোড (২.১০)-এ থামার পর অবশেষে দুপুর ২.২৫-এ (১৪.২৫ ঘটিকা) শিয়ালদহে পৌঁছাবে। এছাড়াও, এই পরিষেবা সম্প্রসারণের বিষয়টি সূত্ৰভাবে কার্যকর করার লক্ষ্যে, একই তারিখ থেকে ট্রেন নং ৩৩৩৬৫ আপ বারাসত - বনগাঁ লোকাল-এর সময়সূচি পরিবর্তন করা হয়েছে এখন ট্রেনটি বারাসত থেকে সকাল ১১.৩০-এর পরিবর্তে ১১.৪০-এ ছােবে। শিয়ালদহ ডিভিশনের রেলওয়ে ম্যানেজার শ্রী রাজীব সান্নো জানিয়েছেন যে, যাত্রীদের আরাম ও সুবিধাকেই বেগুণে সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার দেয়া। তিনি আরও বলেন, বনগাঁ পর্যন্ত এসি লোকাল পরিষেবার সম্প্রসারণ শহরতলির নিত্যযাত্রীদের ক্রমবর্ধমান চাহিদাকে সরাসরি পূরণ করবে এবং উত্তর ২৪ পরগনা জুড়ে তাদের দৈন্যিদিন যাতায়াতকে আরও দ্রুত, আধুনিক ও আরামদায়ক করে তুলবে। ৩৩৪৪২ বনগাঁ-শিয়ালদহ এসি ইএমইউ লোকাল-এর যাত্রীদের পরিবর্তিত সময়সূচিটি দেখে নেওয়ার এবং সেই অনুযায়ী নিজেদের যাত্রার পরিকল্পনা করার অনুরোধ জানানো হচ্ছে।

বালুরঘাটে চড়ছে ফল ফুল থেকে মনসা পুজোর উপকরণের দাম, কেনাকাটায় নাভিশ্রাস মধ্যবিত্তের

নিজস্ব সংবাদদাতা বালুরঘাট ১৬ অগস্ট পুজোর ঘণ্টা বেজে গিয়েছে কিন্তু বাজারে যেন আগেই আগুন মঙ্গলবার মনসা পুজো। তার আগে বালুরঘাটের বাজারে চড়তে শুরু করেছে পুজোর প্রয়োজনীয় সামগ্রীর দাম। ফল থেকে ফুল ধূপ-ধুনা থেকে সিঁদুর প্রদীপ থেকে মেলাদের উপকরণ-বাড়ছে প্রায় সব কিছুর দামই। শেষ মুহূর্তে পুজোর বাজার করতে এসে তাই রীতিমতো নাজেহাল সাধারণ মানুষ। একসঙ্গে একাধিক সামগ্রী কিনতে গিয়ে অনেকেইই হিসাবের খাতা আর মিলছে না। মনসা পুজোয় ফলের ব্যবহার বেশি। ফলে পুজোর আগে ফলের বাজারে চাহিদার চাপ স্পষ্ট। কলা আপেল পেয়ারা আঙুর ডালিম মৌসুমি নাশপাতি সহ

বিভিন্ন ফলের দাম বেড়েছে বলে ক্রেতাদের অভিযোগ। পুজোর জন্য তুলনামূলক ভালো মানের ফল নিতে গেলে গুনতে হচ্ছে আরও বেশি টাকা। ফলে অল্প কয়েক ধরনের ফল কিনতেই খরচ খরচ প্রত্যাশার তুলনায় অনেক বেশি। ফলের বাজারের পাশাপাশি পুজোর অন্যান্য উপকরণেও দামের আঁচ। ফুল বেশপাড়া ধূপ ধুনা সিঁদুর প্রদীপ মাটির সরঞ্জাম ঘট পুজোর বাসন এবং নৈবেদ্যের নানা সামগ্রী কিনতে গিয়েও বাড়তি টাকা খরচ হচ্ছে বলে দাবি ক্রেতাদের। পুজোর মুখে চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় কিছু সামগ্রীর জোগান

নািয়েও চাপ তৈরি হয়েছে বলে বাবাসাীদের একাংশের বক্তব্য। এক ক্রেতার কথায় উক্তপুজো তো প্রতি বছরই হয়। কিন্তু এ বার বাজারে এসে মনে হচ্ছে সামান্য কয়েকটি জিনিস কিনতেই অনেক টাকা চলে পড়েছে ঘুরুরো বাজারে। ফল ও ফুলে মঙ্গলবার পুজো ছাওয়া সোমবার বালুরঘাটের বাজারে শেষ মুহূর্তেই কেনাকাটার ভিড আরও বাড়বে বলেই মনে করছেন বাবাসাীরা। ফল ফুল ও পুজোর সামগ্রী কিনতে সকাল থেকেই বাজারে ভিড জমতে পারে। ফলে পুজোর আগের দিন দামের ছবিটা কোনে দিকে যায়, সে দিকে ও নজর থাকছে ক্রেতাদের। ইতিমধ্যেই বালুরঘাট শহর ও

আশপাশের এলাকায় মনসা পুজোর প্রস্তুতি শুরু হয়ে গিয়েছে। বাড়ির পুজোর পাশাপাশি বিভিন্ন পাড়াতেও আয়োজন চলছে। কোথাও প্রতিমা সাজানোর কাজ শেষ পায়ের কোথাও আবার চলছে মণ্ডপ ও পুজোর সামগ্রী গোছানোর প্রস্তুতি। উসবের এই আবহের মধ্যেই একটাই চাপা গন্ধ প্রশ্ন-মনসার আরাধনায় ভক্তি থাকবে কিন্তু যদিও বাবাসাীদের দাবি শুধু পুজোর



দক্ষিণ পূর্ব রেলওয়ের জেনারেল ম্যানেজার শ্রী অনিল কুমার জৈন গার্ডেন রিচ-এ অবস্থিত সদর দপ্তরে ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত প্যারেড পরিদর্শন করছেন।

বেলগুমা পুলিশ লাইসে শ্রদ্ধা ও উৎসাহের সাথে স্বাধীনতা দিবস উদযাপন



শেফালী মহাতো,পুকুলিয়া ঃ যথাযোগ্য মর্যাদা, দেশাছাবোধ ও উদ্দীপনার সাথে ৮০তম স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করল পুকুলিয়া জেলা পুলিশ। শনিবার (১৫ই আগস্ট) জেলা পুলিশের মূল অনুষ্ঠানটি আয়োজিত হয় বেলগুমা পুলিশ লাইসে। বেলগুমা পুলিশ লাইসে আয়োজিত এই অনুষ্ঠানে জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন পুকুলিয়ার জেলা পুলিশ সুপার কুমার সানি রাজ। এই সময় জেলা পুলিশ প্রশাসনের উচ্চপদস্থ আধিকারিক ও অন্যান্য পুলিশ কর্মীরা উপস্থিত ছিলেন। নিজ নিজ ক্ষেত্রে চমৎকার পারফরম্যান্স, প্রশংসনীয় কাজ এবং নিষ্ঠাপূর্ণ সেবার স্বীকৃতিস্বরূপ অনুষ্ঠানে বেশ কয়েকজন পুলিশ কর্মী ও আধিকারিককে বিশেষ প্রশংসাপত্র দিয়ে সংবর্ধিত করা হয়। অনুষ্ঠানের সমাপনী পর্বে পরিবেশ রক্ষার বার্তা দিতে এবং দিনটিকে স্মরণীয় করে রাখতে এক বিশেষ বক্ষরোপণ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। পুলিশ সুপারের নেতৃত্বে উপস্থিত সিনিয়র আধিকারিকরা পুলিশ লাইন্স চত্বরে চারাগছ রোপণ করেন। শুধুমাত্র জেলা সদর বা পুলিশ লাইন্সেই নয়, পুকুলিয়া জেলার সমস্ত মহকুমা, থানা এবং অন্যান্য পুলিশ কার্যালয়গুলিতেও একযোগে উদযাপিত হয় স্বাধীনতা দিবস। প্রতিটি ইউনিটে গুরুত্ব ও মর্যাদার সাথে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে দিনটি উদযাপন করা হয়েছে।

নডিহায় সার্বজনীন দুর্গোসবের খুঁটি পুজো সম্পন্ন ‘এক নজরে উত্তরাখণ্ড’

নিজস্ব সংবাদদাতা,পুকুলিয়া, ১৬ আগস্ট ঃ শারদোৎসবের আবহ ছড়িয়ে পড়তে না পড়তেই পুকুলিয়ার ওপর নডিহা সার্বজনীন দুর্গা উৎসব কমিটির উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঐতিহ্যবাহী খুঁটি পুজো। এ দিন পুজো প্রান্ত্রে পটকা ফাটিয়ে, ঢাকের বাদিা ও আনন্দ-উল্লাসের মধ্য দিয়ে অত্যন্ত জাকজমকপূর্ণভাবে আগামী শারদোৎসবের সূচনা করা হয়। আয়োজক কমিটির পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, বিগত বছরগুলির সমস্ত রকম ভেঙে ও বছর তারা দর্শনাধীনের জন্য আরও বড় ও আকর্ষণীয় চমক নিয়ে আসতে চলেছেন।

২০২৬ সালের এই পুজোয় তাদের মূল ভাবনা বা থিম-‘এক নজরে উত্তরাখণ্ড’। দেবভূমি উত্তরাখণ্ডের রূপ, সংস্কৃতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্যকে মগুপসজ্জায় ফুটিয়ে তোলাই কমিটির মূল লক্ষ্য। এদিনের বর্ণাঢ্য খুঁটি পুজো অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন পুকুলিয়া বিধানসভার বিধায়ক সুদীপ মুখার্জি, তারক মঠের সম্মানিত মহারাজ সহ এলাকার একাধিক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও পুজো কমিটির সকল সদস্যবৃন্দ। উপস্থিত অভিথিরা সবাই স্থানীয় অধিবাসীদের শারদীয় শুভেচ্ছা জানান এবং এই উৎসব ঘিরে এলাকার মানুষের বিপুল আগ্রহের প্রশংসা করেন।

দুশো বছরের প্রাচীন বিলিয়ার্ডস বোর্ডের পুনঃউদ্বোধন ইউনিয়ন ক্লাবে



নিজস্ব সংবাদদাতা,পুকুলিয়া, ১৬ আগস্ট ঃ ৮০তম স্বাধীনতা দিবসের শুভলগ্নে ঐতিহাসিক পুনর্জীবন পেল পুকুলিয়া শহরের ঐতিহ্যবাহী ইউনিয়ন ক্লাবের প্রায় ২০০ বছরের প্রাচীন বিলিয়ার্ডস বোর্ডটি। পরাধীন ভারতে বিপ্লবীদের অন্যতম ঘাটি এবং ইংরেজবিরোধী নানা কর্মকাণ্ডের সাক্ষী এই ক্লাবের ঐতিহ্য ও ক্রীড়াচর্চাকে ফিরিয়ে আনতেই এই বিব্রম উদ্যোগ। স্থানীয় প্রচলিত তথ্য অনুযায়ী, তৎকালীন ইংরেজ কর্মকর্তা লর্ড সিনহা এই অমূল্য বোর্ডটি ক্লাবে দান করেছিলেন। আবার অন্য মতে, স্বাধীনতার সময় ইংরেজরা ভারত ছাড়ার পর নিলামে উঠলে ক্লাব কর্তৃপক্ষ এটি কিনে নেয়। কলকত্রে জীর্ণ হয়ে পড়া এই ঐতিহাসিক বোর্ডটিকে সম্প্রতি কলকাতা থেকে আসা বিশেষজ্ঞ কারিগরদের দিয়ে যত্নসহকারে নতুন করে সংস্কার করা হয়েছে। আজ স্বাধীনতা দিবসে ক্লাবের তরফে আনুষ্ঠানিকভাবে বোর্ডটির উদ্বোধন করা হয়। ঐতিহ্য ও ইতিহাসকে বাঁচিয়ে রাখার পাশাপাশি জেলায় আধুনিক ও ইনডোর ক্রীড়াচর্চার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করাই ক্লাব কর্তৃপক্ষের মূল লক্ষ্য।

তুলির টানে কচিকাঁচারা



নিজস্ব সংবাদদাতা বালুরঘাট ১৬ আগস্টঃ সাদা কাগজে রঙের ছোঁয়ার ফুটে উঠল কচিকাঁচারের ভাবনা। শিশুদের সৃজনশীলতা ও প্রতিভাকে উৎসাহ দিতে বালুরঘাট রোটারি ক্লাবের উদ্যোগে শহরের রেনুকা লুজে আয়োজিত হল বসে আঁকা প্রতিযোগিতা। বিভিন্ন

শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে নতুন ভবনের আশ্বাস, দ্রুত কাজ শুরুর বার্তা মন্ত্রীর

নিজস্ব সংবাদদাতা, শিলিগুড়ি, ১৬ শ্বগস্ট ঃ দীর্ঘদিনের প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের জন্য আধুনিক নতুন ভবন নির্মাণের আশ্বাস দিলেন রাজ্যের আইন প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস। শুক্রবার পর্যটনমন্ত্রী শঙ্কর ঘোষকে সঙ্গে নিয়ে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালত চত্বর পরিদর্শন করেন আইন প্রতিমন্ত্রী। আদালতের পরিকাঠামো খতিয়ে দেখার পাশাপাশি আইনজীবী ও বিচারপ্রার্থীদের সমস্যার কথাও শোনেন তারা। মন্ত্রীর বক্তব্যে নতুন ভবন নির্মাণের বিষয়ে আশার আলো দেখেছেন আদালতের সঙ্গে যুক্ত বহু মায়া। শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে দীর্ঘদিন ধরেই পরিকাঠামোগত সমস্যার অভিযোগ রয়েছে। পর্যাণ্ড বসার জায়গা না থাকায় আইনজীবী থেকে শুরু করে বিচারপ্রার্থী-সকলকেই নানা সমস্যার মুখে পড়তে হয়। বিশেষ করে গরম, বৃষ্টি কিংবা প্রতিকূল আবহাওয়ার সময় আদালত চত্বরে অপেক্ষা কর অত্যন্ত দুর্ভোগের হয়ে ওঠে। আদালতে প্রতিদিন বিপুল সংখ্যক মানুষ বিভিন্ন মামলার শুনানি, জামিন কিংবা অন্যান্য আইনি প্রয়োজনে আসেন। তাদের জন্য পর্যাণ্ড অপেক্ষার জায়গা, পানীয় জল ও স্বাস্থ্যের শৌচালয়ের ব্যবস্থা নিয়েও দীর্ঘদিন ধরে প্রশ্ন রয়েছে। পরিদর্শনের পর আইন প্রতিমন্ত্রী বিরাজ বিশ্বাস বলেন, কয়েক দশক ধরে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতের আইনজীবীদের নতুন ভবনের প্রতিক্রিতি দেওয়া হলেও বাস্তবে সেই কাজ এগোয়নি। তার দাবি, এবার আর প্রতিক্রতির মধ্যে বিষয়টি বাস্তবায়ন থাকবে না। দ্রুত আধুনিক আদালত ভবন নির্মাণের উদ্যোগ নেওয়া হবে। নতুন ভবনে আইনজীবীদের প্রয়োজনীয় পরিকাঠামোর পাশাপাশি বিচারপ্রার্থীদের বসার ব্যবস্থাও রাখা হবে বলে জানান তিনি। মন্ত্রী আরও জানান, নতুন ভবনের বিস্তৃত প্ল্যান ইতিমধ্যেই অনুমোদিত হয়েছে। ফলে

নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিকল্পনার দিক থেকে বা কোনও বাধা নেই। অর্থেরও সমস্যা হবে না বলে আশ্বাস দিয়েছেন তিনি। তাঁর বক্তব্যে দ্রুত কাজ শুরু হওয়ার ইঙ্গিত মিলেছে। তবে অতীতে একই ধরনের একাধিক আশ্বাস পাওয়া সত্ত্বেও নির্মাণকাজ শুরু না হওয়ায় আদালতের

রয়েছে বিচারপ্রার্থীদের মধ্যে। জামিনের মামলায় আত্মীয়ের সঙ্গে আদালতে এসেছিলেন রঞ্জা দাস ও নাজমা খাতুন। তাদের অভিযোগ, আদালতে মামলার তারিখ পড়লে নিয়মিত আসতে হয়। কিন্তু চত্বরে থাকা শৌচালয় অপরিষ্কার থাকায় বিশেষ করে মহিলা ও বয়স্কদের



আইনজীবীদের একাংশের মধ্যে হতাশা তৈরি হয়েছিল। বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতারা সময়ে সময়ে নতুন আদালত ভবন নির্মাণের প্রতিক্রিতি দিলেও বাস্তবে একটি ইটও গাঁথা হয়নি বলে অভিযোগ। ফলে এবার মন্ত্রীর আশ্বাস বাস্তবে কতটা কার্যকর হয়, সেদিকেই নজর রাখছেন আইনজীবী মহল। আদালতে আসা সাধারণ মানুষের সমস্যার ছবিও এ দিন স্পষ্ট হয়ে ওঠে। আত্মীয়ের মামলার কারণে খাবিাি থেকে আদালতে এসেছিলেন রাজেশ মহন্ত। তার কথায়, প্রতিদিন হাজার হাজার মানুষ আদালতে আসেন। অথচ গরমের সময় পর্যাণ্ড পানীয় জল পাওয়া যায় না। রোদ-বৃষ্টি উদ্বেক্ষা করে অনেকেকেই খোলা আকাশের নিচে দাঁিয়ে অনেক বসতে হয়। বসার পর্যাণ্ড জায়গা না থাকায় দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করাও কঠিন হয়ে পড়ে। শুধু বসার জায়গা বা পানীয় জল নয়, আদালত চত্বরের শৌচালয়ের ব্যবস্থাপনা নিয়েও ক্ষোভ

সমস্যায় পড়তে হয়। বিচারপ্রার্থীদের এই দুর্ভোগের পাশাপাশি আইনজীবীদের দীর্ঘদিনের পরিকাঠামোগত দাবিও নতুন ভবন নির্মাণের সঙ্গে যুক্ত। আধুনিক ভবন তৈরি হলে আদালতের কাজের পরিবেশ উন্নত হওয়ার পাশাপাশি সাধারণ মানুষেরও সুবিধা হবে বলে মনে করছেন সংশ্লিষ্টরা। পর্যাণ্ড বসার জায়গা, উন্নত পরিষেবা এবং অপেক্ষার জন্য সুস্বচ্ছল পরিকাঠামো তৈরি হলে আদালতে আসা মানুষের ভোগান্তি অনেকটাই কমতে পারে। এ দিনের মন্ত্রীদের পরিদর্শনের পর তাই নতুন করে প্রত্যাশা তৈরি হয়েছে। শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতকে ঘিরে। দীর্ঘ কয়েক দশকের প্রতিক্রিতি এবার বাস্তবে রূপ নেয় কি না, সেটিই এখন সবচেয়ে বড় প্রশ্ন। আইন প্রতিমন্ত্রীর আশ্বাস অনুযায়ী দ্রুত নির্মাণকাজ শুরু হলে শুধু আইনজীবী নয়, প্রতিদিন আদালতে আসা হাজার হাজার বিচারপ্রার্থীও উপকৃত হবেন।

গরু আনতে নদীতে নেমে তলিয়ে গেলেন বৃদ্ধ

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম,গরু চরাতে গিয়ে ডুলুং নদীতে তলিয়ে নিখোঁজ হলেন ৮৫ বছরের এক বৃদ্ধ। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের বনডাডি এলাকায়। নিখোঁজ বৃদ্ধের নাম যতীন্দ্র নাইকা। তিনি বেলিয়াবোড়া থানার বনডাডিতে গ্রামের বাসিন্দা।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো এ দিনও কয়েকটি গরু নিয়ে ডুলুং নদীর পাড়ে গিয়েছিলেন যতীন্দ্র। পরগুলাে নদীর ওপারে চলে গেলে সেগুলিকে স্রোতের টানে তলিয়ে যান বলে স্থানীয়দের দাবি। গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে ডুলুংয়ে জলস্তর ও স্রোত বেড়েছে। তার জেরেই ঘটনা। বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁষ্য বেলিয়াবোড়া থানার পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। নদীতে জোরকদমে তল্লাশি চলছে।

নিজস্ব সংবাদদাতা, ঝাড়গ্রাম,গরু চরাতে গিয়ে ডুলুং নদীতে তলিয়ে নিখোঁজ হলেন ৮৫ বছরের এক বৃদ্ধ। শুক্রবার ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার গোপীবল্লভপুর ২ ব্লকের বনডাডি এলাকায়। নিখোঁজ বৃদ্ধের নাম যতীন্দ্র নাইকা। তিনি বেলিয়াবোড়া থানার বনডাডিতে গ্রামের বাসিন্দা।স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রতিদিনের মতো এ দিনও কয়েকটি গরু নিয়ে ডুলুং নদীর পাড়ে গিয়েছিলেন যতীন্দ্র। পরগুলাে নদীর ওপারে চলে গেলে সেগুলিকে স্রোতের টানে তলিয়ে যান বলে স্থানীয়দের দাবি। গত কয়েক দিনের বৃষ্টিতে ডুলুংয়ে জলস্তর ও স্রোত বেড়েছে। তার জেরেই ঘটনা। বলে প্রাথমিক ভাবে মনে করা হচ্ছে। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁষ্য বেলিয়াবোড়া থানার পুলিশ ও বিপর্যয় মোকাবিলা বাহিনী। নদীতে জোরকদমে তল্লাশি চলছে।

শিবপুরের অত্যাধুনিক ছাত্রাবাস ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি হলের শুভ উদ্বোধন

নিজস্ব সংবাদদাতা , হাওড়া, ১৬ আগস্টঃআইআইএসটি, শিবপুরের অত্যাধুনিক ছাত্রাবাস ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি হলের শুভ উদ্বোধন, ক্যাম্পাস সম্প্রসারণের ভূয়সী প্রশংসা কেন্দ্রীয় শিক্ষা প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদারের গলায়। শিবপুর আইআইএসটি-তে ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি হল নামাঙ্কিত ছাত্রাবাসের শুভ সূচনা হলো। রবিবার এক অনুষ্ঠানে এর শুভ সূচনা করেন কেন্দ্রীয় শিক্ষা ও উত্তর পূর্বাঞ্চলের উন্নয়ন প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। উদ্বোধনের পর এদিন আইআইএসটি শিবপুরের ইনস্টিটিউট হলে এক অনুষ্ঠানেরও আয়োজন করা হয়। এদিন আনুষ্ঠানিকভাবে অত্যাধুনিক ছাত্রাবাস ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জি হলের উদ্বোধন অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন আইআইএসটি শিবপুরের বোর্ড অফ গভর্নরস-এর চেয়ারপার্সন ডেভগিন্দী অনন্তকুমার, ইনস্টিটিউটের ডিরেক্টর অধ্যাপক ভি. এম. এস. আর. মূর্তি, রোজটারির বিশ্বজি টাউচার্স, ত্রিপুরা ও মেঘালয়ের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা এই শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের প্রাক্তনী তথাগত রায় প্রমুখ।

হাতির হানায় গুরুতর জখম ব্যক্তি



স্বপ্নীল মজুমদার, ঝাড়গ্রামঃ ফের হাতির হানায় গুরুতর জখম হলেন এক শ্রৌটা। রবিবার ভোরে ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার লালগড় রেঞ্জের ঝিটকা বিটের বীরভানপুর গ্রামে। আহতের নাম পার্বতীকুমার দেবসিংহ। তাঁকে উদ্ধার করে মেদিনীপুর মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করানো হয়েছে। বনদফতর ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, গত কয়েক দিন ধরে ঝিটকা বিট এলাকায় ১০-১৫টি হাতির একটি দল খোলাফোকা করছে। রবিবার ভোরে সাড়ে পাঁচটা নাগাদ বাড়ির বাহিরে প্রকৃতির ডাকে সাড়া দিতে বেরিয়েছিলেন বৃদ্ধ হাতি। হাতির হাত থেকে বাঁচতে পিছন ফিরে পালানোর চেষ্টা করলে হাতিটি শুড়ে ধরে তাঁকে তুলে আছাড় মারে। গুরুতর জখম হন পার্বতী। পরে স্থানীয় বাসিন্দারা তাঁকে উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে যান। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত ১৮-২০ দিন ধরে বীরভানপুর, গাড়রা, চাঁপাশোল, পিলাঘাগরি-সহ একাধিক গ্রামে হাতির দলটি তাণ্ডব চালিয়েছে। ইতিমধ্যে ১০-১২টি বাড়িঘর ভাঙচুর করার পাশাপাশি বিঘার পর বিঘা ধানজমিরও ক্ষতি করেছে তারা। বনদফতরকে বার বার জানানো হলেও হাতি তাড়ানোর জন্য কার্যকর উদ্যোগ নেওয়া হয়নি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। যদিও বনদফতরের দাবি, হাতির দলটিকে তাড়ানোর চেষ্টা করা হচ্ছে। কিন্তু কিছু দূর যাওয়ার পর ফের তারা ওই এলাকায় ফিরে আসছে। হাতির হানায় যাদের বাড়িঘর ও ফসলের ক্ষতি হয়েছে, সরকার নিয়ম অনুযায়ী তাদের প্রত্যেককে ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলেও জানিয়েছে বনদফতর।

সিপিএমের পাড়া বৈঠকে বাধা

নিজস্ব সংবাদদাতা , ঝাড়গ্রাম, ১৬ আগস্ট ঃ সিপিআইএমের পাড়া বৈঠকে বাধা দেওয়ার অভিযোগ উঠল বিজেপির বিরুদ্ধে। বৈঠক বন্ধ হয়ে গেলেও একই জায়গায় ফের সভা করার কথা ঘোষণা করল সিপিএম। শনিবার সন্ধ্যায় ঘটনাটি ঘটেছে ঝাড়গ্রাম জেলার বিনপূর ১ ব্লকের লালগড়ের আমডাঙ্গা বুথে। যদিও সিপিএমের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি।সিপিআইএমের অভিযোগ, আমডাঙ্গা এলাকায় স্থানীয় সমস্যা, সাধারণ মানুষের দাবি এবং সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য পাড়া বৈঠকের আয়োজন করা হয়েছিল। বৈঠক শুরু হওয়ার কিছুক্ষণের মধ্যেই স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্বের কয়েকজন সেখানে এসে বাধা দেন এবং বাম কর্মীদের হুমকি দেন বলে অভিযোগ। তা নিয়ে দু’পক্ষের মধ্যে কথা কাটাকাটি শুরু হলে এলাকায় উত্তেজনা ছড়ায়। সিপিএমের দাবি, লালগড় মণ্ডলের মণ্ডল সম্পাদক প্রশান্ত মানা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। বাম কর্মীদের উদ্দেশে তিনি বিভিন্ন মন্তব্য করার পাশাপাশি হুমকি দেন বলেও অভিযোগ। সেই ঘটনার একটি ভিডিয়ো ইতিমধ্যে সমাজমাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে। যদিও প্রতিডায়োটির সত্যতা যাচাই করেননি এই প্রতিবেদক। স্থানীয় মানুষের অভিযোগের মুখে বিজেপির ওই নেতা পিছু হটেন বলে সিপিএমের দাবি। পরিস্থিতি বিবেচনা করে শেষ পর্যন্ত বৈঠক বন্ধ করে দেওয়া হয়। ঘটনার পরে সিপিআইএমের জেলা সম্পাদক প্রদীপ সরকার বলেন, গণতান্ত্রিক ভাবে একটি রাজনৈতিক কর্মসূচি করার ক্ষেত্রেও বাধা দেওয়া হচ্ছে। কোনও রাজনৈতিক দল অন্য কয়েকটি সমস্যা নিয়ে আসা বাধা দিতে পারে না। আমডাঙ্গার ঘটনায় জড়িতদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের কাছে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার দাবি জানানো হবে বলেও তিনি জানান। পাশাপাশি আগামী কুড়ি দিনের মধ্যে একই জায়গায় ফের সভা করবে সিপিএম দাবি করেছেন তিনি।যদিও সিপিএমের অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করেছে বিজেপি। দলের জেলা সহ-সভাপতি মোবশিশ কুণ্ডুর দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই। স্থানীয় মানুষের অসন্তোষ থেকেই ওই পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছে। তার বক্তব্য, বিজেপির পক্ষ থেকে কোনও বাধা দেওয়া হয়নি। গ্রামের মানুষ নিজেরাই সিপিআইএমের কর্মসূচির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলেছিলেন।

